PDFaid.com

DESHANTARI
দেশান্তরী

SHARODIYA LIPIKA

Deshantari of Ottawa-Carleton

October 2011

Edited by Dr. Jharna Chatterjee
Compiled by Madanmohan Ghosh
Webmaster: Ms. Mamata Datta
Cover design by Shubhayan Roy

৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

আশ্বিন ১৪১৮

Volume 5
Issue 1

AUM

Neil Mukherjee

Letter from the Editor

Thanks to a few Lipika enthusiasts, Lipika is still alive and well. Like other years, we have received many interesting submissions: informative articles, entertaining stories, meaningful poems and colourful pictures, paintings and photographs- and the contributors came from a wide range of age groups. Shubhayan has made sure to find time in his busy schedule for painting the front page, like previous years. Aditya Chakravarti has acted as the catalyst and the backbone as always. Undoubtedly, we are fortunate to have much creative talent in this community. Let us hope this delightful trend continues. Our mother tongue is sweet and emotionally satisfying; our culture is uniquely rich. Let us adore them, and let them flourish with our utmost care and love.

A small note: We appreciate receiving submissions from everyone, and are eager to publish all submissions; however, in the future, we request everyone to submit a maximum of two written items per issue by mid-September, and for greater enjoyment of our readers, to limit each article to 3-4 pages. The Lipika team is small, and at least this year, the preparation time has been extremely short.

Wishing everyone a happy Durga Puja celebration!

Dr. Jharna Chatterjee
Editor, Lipika

সম্পাদিকার চিঠি

অনেকদিনের অনেক অনিশ্চয়তার পরে এ বছরেও আমরা শারদীয়া লিপিকা অটোয়ার বাঙালীদের হাতে তুলে দিতে পারছি। কয়েকজন উৎসাহী লেখক-লেখিকার জন্যই এটা সম্ভব হোলো - তাঁদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রতি বারের মত এবারেও আমাদের হাতে এসেছে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ, মন-ছোঁয়া গল্প ও কবিতা, রসে টইটম্বুর রস-রচনা, আর চোখ-চমৎকার আঁকা-ছবি ও ফটো। শুভায়ণ এবারেও প্রচ্ছদ আঁকার জন্য সময় করে নিয়েছে তার হাজার ব্যস্ততার মধ্যে। আদিত্য চক্রবর্তী চিরদিন লিপিকার আশা করছি আগামী বছরেও এই রকম সুন্দর সব লেখা ও ছবি আমরা পাব। অটোয়ার বাঙালীদের মধ্যে শিশু-চিরতরুণ নির্বিশেষে অনেক কৃতী ও সৃজনশীল গুণী মানুষ রয়েছেন, সেটা আমাদের সৌভাগ্য।

একটা ছোট্ট অনুরোধ: লেখা ও আঁকা পাঠানোর জন্য আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞ- তা নাহলে লিপিকার অস্তিত্ব থাকত না । কিন্তু লিপিকার পেছনে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের সংখ্যা সীমিত, এ বছর সময়ও খুবই কম ছিল। তাই লিপিকার প্রতি সংখ্যার জন্য সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মাত্র দুটি করে লেখা পাঠাতে অনুরোধ করছি, তার বেশি নয়। আর প্রবন্ধ লিখলে তিন-চার পৃষ্ঠার মধ্যে রাখলে মনে হয় পাঠক-পাঠিকাদের পড়তে বেশি ভাল লাগবে।

আমাদের মাতৃভাষা বড় মধুর আর মন-প্রাণ-জুড়ানো। আমাদের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল । আমাদের ভালবাসা ও ঐকান্তিক চেষ্টা তাদের এই সুদূর প্রবাসেও সজীব-সবল করে রাখবে, এই আশা রাখি। ঁপূজা ভাল কাটুক এই শুভ কামনা জানাই সবাইকে।

ডক্টর ঝর্ণা চ্যাটার্জী
সম্পাদিকা, লিপিকা

*** Please note that the views expressed by Lipika authors do not necessarily reflect those of the Lipika team. Only the authors are responsible for the substance or the content of their submissions. Please excuse any misinformation, error or omission – they are unintentional.

Going Home

Dr. Jharna Chatterjee

In Bengal, where most of us grew up – looking at the dates of Durga Puja on the calendar brought to our mind images of crowded stores, the fragrance of shiuli, ponds filled with lotus, Puja edition of magazines, songs by our favourite artists specially recorded for Puja, and most of all, the joy of anticipated holidays. In my undergraduate days I was a student in Kolkata, but my parents, younger brothers and sisters lived in a small town – not too far according to Canadian measure, but in those days of poor transportation it used to take almost the entire day to go there. It involved taking a train from Kolkata to Burdwan, then ferry boats to cross the mighty, monsoon-swollen Damodar River, [in summer walking across the shallow, temporary sand-island in the middle], and then taking a bus for a few hours to arrive home. Then rejuvenation of souls in hugs and tears and laughter!

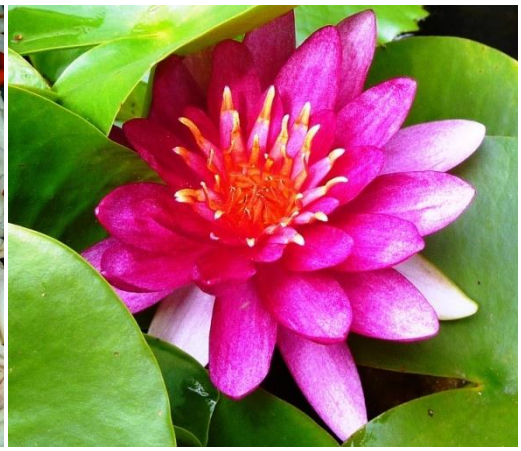

I *longed* to go home during Puja holidays. Never forgot to pack all my text books when I went home but most of my books were left untouched for a month – no time, no inclination. However, I cherished getting private English lessons from my father, and completed studying all the English texts long before our Professor had a chance to teach them to us throughout the year.

Decades later, continents apart, now Durga Puja means getting ready for the Puja festivities in a different way – including renting a community centre, planning for lots of food, nightly entertainment and daily 'fashion shows'. Here we don't see shiuli or kash phul; don't have holidays; the stores advertise 'back to school specials'; the sights are of Maple trees turning orange-pink-red and gold, and of rows of Canada geese flying south while honking to coordinate their long, arduous flights across the blue sky, competing with stray white clouds.

Still, nostalgia pervades. Listening to the bells and 'dhak' during 'aroti', admiring the hundred and eight lamps, and standing in the incense-filled gymnasium turned into a temple, we go home.

Our family of friends gathers together. We laugh, talk, cook and eat. We see the children – sometimes after one year. We see small babies now toddlers – big enough to run everywhere, pre-teens growing into graceful teens, teens into young adults and beaming young adults with their newly acquired companions. Some of our adult sons and daughters come home – as we did. At the same time, we also remember some of our dear ones, departed for ever. An old familiar melody brings silent tears that we quietly wipe away. A familiar figure seems to appear in front of our mind's eyes – as we look around for familiar faces.

This is the magic of Durga Puja. Somehow we all come home, even so far away from home.

Maple leaf, chrysanthemum, marigold
Stand for belpata and shiuli.
A smile, a warm welcome, a greeting
Bless us with a sense of belonging.
Those who are here surround us,
Fill our hearts with dreams.
Those who have left, come back to us,
Overflow our hearts with memories.
Tears happen. Laughter resonates.
Friends hug. And home beckons, forever.
Like an eternal Lighthouse.

এ পরবাসে

বাসবী চক্রবর্তী

- সুখী কে?
- অপ্রবাসী এবং অঋণী হয়ে দিনান্তে যে ব্যক্তি শুধুমাত্র শাকান্ন ভোজন করে সেই সুখী।

ঋণাত্মক কথাবার্ত্তা আর নাই বা বললাম, ঘাসপাতা সহযোগে উদরপূর্ত্তি বা vegan diet তাও ঠিক আছে। কিন্তু খটকা লাগে প্রথম শব্দটিতেই - অপ্রবাসী। প্রবাস কারে কয়? অথবা কোথায় আছে সেই চির অপ্রবাসী মানুষ? প্রবাসের অভিধানগত অর্থ নিশ্চয়ই একটি আছে এবং দৈবের বশে কিছু কিছু মানুষকে সেখানেই তৈল-তূলা-তন্ডুলের সংস্থান করতে হচ্ছে। কিন্তু সুখ এবং প্রবাসের মধ্যে কি সম্বন্ধ? কত শত জন সারা জীবন ভৌগোলিক প্রবাসে কাটিয়ে শুধু ফিরে চল মন ঘরের টানে করল, আর কত হাজার জন যে আজন্মপরিচিত চার দেওয়াল ঘেরা প্রবাসে সুদূরের পিয়াসি হয়ে কাটিয়ে দিল সে খবর কে জানে!

ভৌগোলিক দূরত্বে যে প্রবাস মাপা হয় তা সময়ের নিরিখে এখন হয়তো অনেক সংক্ষিপ্ত এবং স্বদেশ খানিকটা হলেও দৃষ্টির আয়ত্তে। তবু কেন এই অকারণ হেথা নয়, হেথা নয়? হয়তো জন্মলগ্নেই এক গ্রহনক্ষত্র আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, যার প্রভাবে ঘর খুঁজে বেড়াই সারা জীবন ধরে। দিন যায় - শৈশবের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়ে যথাকার্য্য সম্পন্ন করে - কিন্তু সবই যেন ঘটে যায় অনবধানতাবশতঃ। জীবনের মন্থন তার নিজস্ব ছন্দে, গতিতে চলে - শুধুমাত্র অন্তঃস্থিত এক চিরশিশু অসীম বিষ্ময়ে নিজেকে এই জীবনচক্রজালে আবদ্ধ হতে দেখে - অনেক দূর থেকে। এই যে সংসার সংসার খেলা খেলে প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াগণ - আকৃতিগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও এরা তো আমি নই!

আমার ছবি তো আঁকা রয়েছে ছুটির খেলাঘরে। সময় - কাউকে রেয়াৎ না করা সময়, এ কি পরবাস আমার নিজের মধ্যেই সৃষ্টি করল! অথবা আমি কি গভীর নিদ্রামগ্ন যে স্বপ্নের ঘোরে অন্য এক জীবন যাপন করে নিলাম!

এই যে সময় থেকে সময়ান্তরে গমন তাই কি প্রবাসজীবন নয়? এক তরঙ্গে দ্বিতীয়বার অবগাহন হয়না, চেনা ফুলেও সেই রূপ, সেই সুগন্ধ নেই, জলাভূমি থেকে উত্থিত কুয়াশাতে আমার আলোকিত বাড়ি ঢাকা পড়ে যায়। কালের যাত্রাপথে সব গুঁড়িয়ে যায়, নিজগৃহে আমি প্রবাসী, আমার ঘর হৈতে আঙিনা বাহির। নাকি আমার ঠিকানাবিহীন ঘর আমাকে টানে - আমার পরবাস আমি আমার মধ্যে বহন করি সিন্ধবাদের বোঝার মত! অথবা স্বদেশ-প্রবাস যেন কিছু নয় - আমার প্রবাস আমার অনুগামীদের স্বদেশ হয়ে যায়; আমার বাস্তবতা তাদের কাছে অলীক প্রতিপন্ন হয়; আমার অন্য দেশকালের অন্য জীবন তাদের কাছে শুধুমাত্র স্বপ্নিল স্মৃতিমেদুরতা। স্মৃতি, স্বপ্ন, বাস্তব সব মিলেমিশে একাকার।

একেক সময় মনে হয় এই পৃথিবীকেই যদি স্বদেশ-প্রবাসে বিভক্ত করি তবে যে মহাকাশচারীগণ কর্মসূত্রে, গবেষণাসূত্রে জীবনের বেশ অনেকটা সময় কাটান মাধ্যাকর্ষণের অনেক উপরিভাগে, তাঁদের প্রবাস কি সেই অনন্ত সময়হীনতার মধ্যে? বায়ুমন্ডলে পুনঃপ্রবেশের আয়োজন কি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা? শুনি নাকি শিশু যেখানে বড় হয়, যে খেলা খেলে, যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, সেখানেই তার শিকড় চিরপ্রোথিত হয়ে যায়। কিন্তু সময় এবং পরিবর্ত্তন যদি সমার্থক হয় তবে স্থাণুবৎ অস্তিত্ব দিয়ে কি ভাবে আমার স্বদেশকে অপরিবর্তিত রাখব? স্বদেশ চির অনিত্য, স্মৃতিময় এবং শীলিভূত। কালসমুদ্র পাড়ি দিয়ে তাকে হৃদয় মাঝে অনুভব করি - তারপর আবার সব গুছিয়ে রেখে শুরু হয় অনন্ত প্রবাসের পথে যাত্রা -- উঠো মুসাফির বাঁধ গাঠরিয়া - চল–চল–চল----

Kundalini Sakti and Yoga

Dr. Sourendra K. Banerjee

1. Kundalini Sakti [variously named as Mother, Devi/Goddess, Spanda Devi/Goddess of vibrations, Kramā/ sequence of 'spacetime', kāli/ flow of time etc.] is according to Saiva and Sākta Hinduism, the dynamic aspect of 'Siva-Sakti', the one absolute divinity. SivaSakti is consciousness encapsulating 'Being' and 'Bliss' as well and is designated as 'Sacchidananda'. Manifested consciousness is the innate tendency of a being to assert itself, survive and evolve individually and collectively. This is done by its organizational movements. Even at the early stages of the universe, vibrations of energy formed matter. The RNA, DNA etc. are the results of movements within a structure. Then life, mind etc. emerge. At the animated levels of life, the brain functioning, workings of the senses and motor organization, internal pulsations, neuron-transmissions etc. all involve some kind of movements. Kashmiri Saivism approximates (if not represents) consciousness by spanda, as the Vedas do by Sabda-Brahma (Word God), Aumkar etc. It is said that as silence is the substratum of sound, so is Siva as Nispanda (motionless) is the foundation (Bhumā) and shelter (Lingasthal) of Spanda or Shakti, and causes the universe and its beings to manifest. SivaSakti, being the efficient, as well as, the material cause, inheres in its beings cosmically as well as individually, specially in human beings as Kundalini Sakti.

Any being is a bundle of energy ($E=mc^2$), which can be static as well as dynamic, so is the whole cosmos. Saivism says that SpandaSakti (Sakti here is 'much more' than energy of the sciences) is the source; sustenance and end of all that are, were or will be.

SivaSakti as one entity pulsates between aloof stasis (Virāg) and passion for Prakash (Rāg) or radiant 'self' revelation. SivaSakti becomes Vimarsini (palatal s) or deliberative Sakti. She reflects on her being 'Purna' (Full, Nikhil/ All that is possible) and becomes blissful as 'ĀnandaSakti'. She would like to apportion her Ānanda and be Bhagavati (The Divine Being Who Shares / Bhāg). Saivism (like Sāmkhya and Vedānta) believes in 'Satkaryavāt' or 'the doctrine of the energy of existence'. This is like the conservation of energy and states that anything 'existing' is an effect of its previous state; merely reorganization of the constituent elements (the three gunas, subtler then subatomic particles) takes place. The non-existent universe therefore must have been formed out of the ever-existing divinity. Every being, specially the human, must contain divinity covered under its externality. This is Kundalini Sakti.

For the sake of better comprehension, one 'SivaSakti' is thought to become two as Bhairava (frightening sound/ vibrations to 'become') and Bhairavi which condense into two dots, one upper and the other lower. They are called Visarga (a Sanskrit alphabet, soft 'ha') Sakti. This emission as visarga can create as well as withdraw the creation. They unite again and become one dot (Annsvar) and is called 'Bindu'. This is 'SivaSakti's' condensed state of transcendence. It signifies 'Void/Sunya' (as spacetime is not born yet) but ready to emerge as manifested universe (empirically All or Purna) of 'spacetime'. 'Time' will flow by Devi Kāli's manifesting power; events will succeed in 'spacetime' under the presiding deity Krāmā. All these names stand for one reality the Mother Goddess. She as Bindu is also called 'Vyoma Vāmesvari'.

Vyoma here means the firmament (Ākās) of the universe Vāma means the Devi who restricts her consciousness by coagulating (Rodhan) or condensing and becoming the created beings. She can of course melt (Drāvan) the coagulated forms and reabsorb the universe within Herself. The Bindu can be compared with the singular point of science from which about 14 billion years ago, infinite energy burst out as 'big bang' (kalagni) and evolution started.

2. Coils of Kundalini Sakti

Mother Kundalini is a formless entity. For our initial understanding she maybe visualized as a serpent (Bhujangini) with as many coils as one wants to imagine. The Sakti Samagra Tantra says as Bindu she has one coil (two poles; Sakti in Mulādhār and Siva in Sahasrār). As Trigunesvari, Veda Mātrika, Asta Mātrika, Dasavidyā, Gayatri, Varna Rasi she could have 3,4,8,10,24, and 50/51 coils. People usually think of her with 7 coils around the chakras from Muladhār to Sahasrar but Alhinavagupta, Ksemraja etc. interpret 'Spanda Karika' (Vasudiva's revelation to Siva Sutras) that she has 3 1/2 coils.

Siva Sakti as Chit and Ānanda became self deliberative Vimarsini and trifunctuates as will/ Icchā, Jnan/omniscient knowledge [passively ascending (Aum, Sauha,'So be it' or Alhyupāgam] and Kriyā (or omnipotent action) Saktis to manifest as universe. These represent divine Bhokritva (enjoyer), Jnantritva (knower) and Kartritva (the master). These are represented by her 3 coils (Trivali) known as (i) Para (transcendent) Kundalini (ii) Para-Apara (Divine as well as mundane) Chit-Kundalini and (iii) Apara (mundane) Prān Kundalini. They occur cosmically as well within a human being who is considered as a small edition of the universe.

Bindu by Her will generates the thirty-six Tattavas (and also the Varna rāsi to be discussed later) within her as 'Pinda' a potential wholeness (as kind of clay or material for universe's manifestation). This term is used in Hindu funeral, the idea being the departed (Prayāta) soul returned to its original state where he is to acquire final salvation. The pure tattvas (Siva, Sakti, Sada, Siva, Mantresvar and Vidyesvar) lie dormantly in all beings. Actually all 36 lie but some of them have dominance in the 3 Kundalinis (coils). Para has Purusa, Maya and the five Kānchukas (Kāl, Kala, Vidyā, Rāga and Niyati). They make the human being potentially a pramata (knower of Pramā/ Truth) if he can overcome the lower tattvas. The Prān Kundalini is dominated by Prakriti (with 3 gunas Satva, Rajah, Tamah), 5 Tantmatras (potentialities for sound, touch, form, taste, smell) and 5 Mahābhutas (Vyom, Marut, Teja, Apa, Ksiti). This third coil makes a person see the universe as 'many' rather than one and makes him as well a kind of an 'object' controlled by mundane pleasures and pains. This makes him a 'Prameya' able to unfold the truth. The middle one, chit-coil has the 13 tattvas (Ahamkār, Manas as brain/mind, Buddhi; the five senses (nose, tongue, taste, eyes, skin, ears) and the five motor (hands, feet, tongue/speech, Pāyu/ excretory and generative) organs. This coil can raise the person from the state of Prān to Para where he will be at the Pramatri state, a state towards liberation. Prān Kundalini is where lies the Pramān (methods controlling the body's urges and minds' fantasies/ vikalpa and uplifting the Spirit).

The half coil is the frontal part of the imagined serpentine power, where the mother stands guard. The worthy ones will be bestowed with Her grace towards spiritual path. The unworthy must go through the pains of rebirth. [Tatha avasista Ardhya Pramā Pradhānam ātmake etc. See Kundalini Vijnan Rahasyam translated by John Hughes]. The mother willing, the yogi can straighten up the coils and merge in Ādya Sakti (the Primeval transcendent movement) by raising Sakti at Muladhār and uniting Her with Siva in Sahasrar as 'Bindu', he becomes a Pramatā. He would realize that (Aham Devi Na Cha Anyasmi) 'Devi I am, nothing else'. This is 'Soham' or 'Advay-Abastha', state of oneness with Divinity.

3. Kundalini Yoga:

Desires cause thought waves and motivate a person's activity. They try to obscures the human's authentic nature. Patanjali's yoga sutras recommend the cessation of the distorted thoughts by controlling body, breath, mind, etc. and meditation. The prerequisites are yam (truth, non-violence, non-stealing, chastity and non-greed) and Niyam (cleanliness, contentment, asceticism, studying scriptures, devotion to god), which Prof. Hirayana calls the ten Hindu commandments. However Kashmiri Saivism modifies the other aspects of the classical yoga. Ksemjara and others recommend 'Tanrika' yoga
as given in 'Netra' and 'Mālini Vijaya' tantras. Āsan and Prānāyām are practiced together. The sitting posture is meant to facilitate the mind to rest in the 'seat of the soul' where it merges with Divine consciousness. Also difficult practices of the withdrawal and control of senses (Pratyahār) are recommended which only experts can demonstrate. Dharan here is to fix attention on psychic centers. The earth is supposed to be in throat area, water is in the opening of vocal cords near the larynx and left toe is where the 'pancha pran' (Prān, Apān, Saman, Vyah, Udan) originate. Meditation or Dhyan is contemplating that the "gunas" have stopped their movements. The general purpose is to reabsorb all the thirty six ('tattvas') structures of manifestation back to the practioner's 'Bindu' inside, where the individual's 'Visesa Spanda' absorbs the cosmic Sāmanāya 'Spanda' and both become one with 'Siva consciousness.' This is called 'HathaPāk' or sudden digestion (ingestion) of the 36 tattvas. This is Samādhi or Turiya state. Even beyond this, is the 'Turiyātitā' state where the yogi has complete identity with 'SivaSakti'-this is 'SamāVesa'.

4. Methodology of Kundalini Yoga: (Guidance by Guru/ Master is necessary)

One should sit in the Siddhāsan position. Left foot is folded and the heel is placed near the rectum under the genitals and then on top of the genitals right toes are placed on left thighs. Chin should be down near the chest about two inches apart. Try simple pranayam in 1:4:2:1 ratio (Purak/ breath in, Aāntrkumbhak/ hold, Rechak/ out, Bahir Kumbhak/ hold) a few times rhythmically.

Then Saktichalan Mudra is to be done. Be seated in Padmāsan or Siddhāsan (or any comfortable position). Try to press perineum area (close to Mulādharchakra) and contract the muscles in and out. Simultaneously contract and expand the anus. This helps the Apān Vāyu to ascend to Manipur chakra (solar plexus). Also breath should be taken in and out in harmony. Prān and Apān vayus are supposed to meet at the abdomen. Imagine that they do. Kundalini Sakti will be awakened and would ascend as impulses of Vyan and Udān Vāyus.

Then try Sanmukhi Mudrā by closing the nine orifices (imagine if unable to do practically) Lips should be kept half open like the beaks of a crow. Shut off all senses (sight, sound, smell etc.). Breathe in through the mouth and think that it is going to the brain. By reflex, apān vayu will descend and they will meet.

The Khechari Mudrā is to be done in Siddhāsan position. Roll up the tongue as far back as possible. Some people can place the tip of the tongue inside the nasal cavity. Slowly breathe and think that mother Kundalini is being led through Susuma (spine) to Sahasrār (crown of head). Both 'Tantra Sār' and 'Tara Khandra' advise not to prolong beyond one kumbhak period (time for pronouncing 'Aum' prescribed by one's guru).

These disciplined practices cosmicize and divinize the body, mind and spirit. The next step is going through the rituals of Bhuta Shuddhi or purification of the body's fundamental structures, making the body worthy to be the temple of God. For details see 'Purahita Darpan' or 'Nityakarma Paddhati' or Vrihat Nandikesar Puran's DurgaPuja Paddhati'. Put a perfumed flower on palms of hands and say 'Sat', show the flower around the ten directions and try to clap with the thumb and the right middle finger. Place the palms up, one upon the other sitting comfortably. Imagine the 'Jivatma' (soul) as a lamp moving up from Mulādhar through the chakras to 'Brahma Randhra' and repeat silently mantras Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, Aum. Place the 'Jivatma' on crown of the head. Imagine the lower 24 Tattvas are fading away, 'Yam' (bodily Death) getting into left nostril as smoke (right nostril closed by right thumb). Repeat 'Ram' mantra through right (left closed) nostril. Breathe out and think that burnt ashes are coming out. Then contemplate that Siva Sakti as 'Tham' (as in Thumri music) and 'Lam' mantras showering you with blissful nectar. Then gently replace the 'jivatman' in the usual heart.

Then think more of 'Laya Bhāvanā' (dissolving yourself along with the temporal universe). You are in the initial state of 'Pindi' (amalgam) of the precreated stage in 'Bindu'. Think of 'MaHaA' (reversal of Aham mantra) i.e. Jivatma (I) going to unwind Sakti (Ha to A) and resting in A- the Anutattan and Apurva (without any successor or predecessor) – 'Siva consciousness.' Matrika Sakti is melting all the 'Varna Rasi' (which are the link to transcendence). Also think of getting engulfed by 'Kalāgni'-the eternal flame of fire (radiations?), which occur during transitions from non-existence to existence and vice-versa. Ksemraja suggests 'Sauha' mantra will lead you to violent-withdrawal (Hatha Pāk) of all the lower 31 Tattvas. You are into the Suddha (pure) or Anāsrita state of Pramātri (the subject/knower). Recite silently "Om Parama Siva Susumna Pathena Mula Sringātam Uillāsollāsa Jvala Jvala Prajvla Prajvla Hamsa Soham Svāhā".

Repeated practice with earnest desire, purity of heart and Mother's grace will lead the Yogi transcend to 'Turiya' state when the multiple world still appears faintly. Finally, he leaves the feelings 'all are mine'. Instead he feels 'I am all' (Purnaham). This is 'Santa Samāvesa' or Turiyātita state- reposeful feeling of 'Sivaham'. 'Om Namah Sivāya Sāntaya SarvaJnanāya Subhatmne Nermah Sakti Aradha Dehāya Videhāya Sudehime'. Let us bow to the tranquil, all knowing, all auspicious Divinity, bow to the one who is equally 'Sakti'. Bow to you the manifested as well as the unmanifested one.

Aum Namah Sivaya

The Indo-European Languages and Their Advances

Mesbahuddin Faruq

A great group of languages now covers nearly all Europe and spreads out to India. It is known as the Indo-European or Aryan language. Included in it are English, French, German, Spanish, Italian, Greek, Russian, Armenian, Persian, Sanskrit, and a few more.

The characteristics of these languages bear an uncanny hallmark. They have the same fundamental roots, as well as the same grammatical designs. These elements are traceable throughout these Aryan families. Generally speaking, the linguistic continuity of a language is determined by the proximity as well as the possibility of intermixture within the families. Though not exclusive, these are the features that arouse in us a feeling of closeness in sound and meaning. Here phonology plays a major role in the evaluation of closeness of the families. For example, words such as father, mothers in English have closer phonology for vater, mutter in German; pater, mater in Latin; pere, mere in French; pater, meter in Greek; pitar, matar in Sanskrit. Even being spread over so large an area, the original Aryan language is believed to have been a spoken language around 6,000 or 5,000 BC.

The Aryan group of languages became prevalent in a wide region of which Danube, Dnieper, Don, Volga, Indus and Ganges were the main rivers. Agriculture had to be the source of their food, and not just nomadic hunting as it was in their ancestor's lives. This is why Indus and Ganges valley suited to be relevant for Aryan settlement in ancient India and a consequent enormous influence of the Aryans in the languages of the regions.

While the State language of India is now Hindi, its overwhelming population of Northern part speaks in Hindustani - almost identical to Urdu. In reality, the racial and linguistic composition of Northern India is similar to an osmosis process in chemistry. Viewing the ethno-linguistic looks of India, it is evident that its races and languages went through rampant blending.

The most realistic theory suggests that Urdu developed over the foundation of Hindi after the invasion of India by the Persian and Turkic dynasties - followed by the Mughals in 1526. The Urdu poets of the Mughal courts in Delhi, Lucknow, Lahore, and Agra enriched the language and induced conversational politeness that placed it at a unique level. The invading rulers used Persian as their official language. They adopted many words from Turkish, Arabic and Pashto, resulting in substantial change in Hindi that existed prior to twelfth century. To communicate with the subjects, the Mughals used Persian scripts to write Sanskrit words, as used in Urdu.

Bengal, even though far away from the entry points of the Aryans, acquired dominance of Sanskrit in its language. In fact, Bengal is an Anglicisation of the word Bangga. The area of the land that historically is called Bangga, covers both sides of the river Ganga forming the Ganges delta. It's colloquial tongue, though not always common, was known as Bangga Bhasa. Until the 3rd century BC, Bengal was a part of Maurya empire inherited by Asoka**.** Then in about 4th

century AD, it was absorbed by Samudragupta into his empire. The Mughal Emperors, only at the height of their reign around 1700, controlled most of India, extending to Bengal in the East.

Buddha was born around 563 BC in modern-day Nepal, that is, just northern part of Bengal. After the emergence of Buddhism, Sanskrit came to be used by the Buddhists in philosophical discourses. As the elitist of those days spoke in Sanskrit, the early Buddhist monks kept using Sanskrit in their dramas composed on Buddha. The theatrics entertainment eventually turned into a media and helped reach the eminent people to know more about Buddha's teachings. Linguistically, the Eastern group of the Indo-Aryan languages mainly include Bengali, Bihari, Oriya and Assamese. Bengali is written in a script derived from an early form of the Nagari character of Northern India.

In the foundation of Bengali language, the term "Prakrit" is integral. It means natural, normal and the like. Keeping this defining point in mind, it becomes conclusive that the earliest identity of Bengali was Prakrit, before it had any influence of the Aryan's Sanskrit. Over the years the abundant use of Sanskrit modified Prakrit and formed the Sanskritized structure of the Bengali language. Gradually, the mixture of Sanskrit and Prakrit left no pure examples of the early Prakrit. The texts that survived today are all more or less Sanskritized Prakrit, now known as Buddhist Hybrid Sanskrit. This is the initial form of Bengali that kept on spreading over the Ganges valley and eventually effected the dominance of today's Bengali language.

Just as it happened to Hindi, the influence of Persian, Turkic and Arabic words also crawled into Bengali. These foreign words seem to contain some enigmatic adherence within the Muslim elites. Over the years the Bengali language, enriched with Urdu, reshaped the vocabularies of the Muslim communities somewhat different from others. For instance, words such as 'pani', 'dawat', 'istemal', 'rewaz' etc. would be 'jowl', 'nimontrono, 'babohar', 'procholon' in non-Muslim Bengali standard. In English they are water, invitation, habit, and customs. This, however, is not an exhaustive list - there are hundreds others.

A significant difference exists in the literary and the colloquial expression of Bengali language. They are Cholit-Bhasa and Sadhu-Bhasa. The Cholit Bhasa, with its contracted form, is generally spoken by the most educated Bengalis. The Sadhu-Bhasa, with highly Sanskritized vocabulary and numerous archaic grammatical forms, was in use in classical writing and often makes it unintelligible to a vast majority of Bengali people.

Rabindranath Tagore, the widely regarded Indian literary figure of all times, had made a profound evaluation on the racial and linguistic composition of the people of ancient India. What he wrote in his poetic marvel - Bharat Tirtha, could be rephrased in English as ".... with the triumphant jubilation of reaching and conquering a new land, a large number of Aryan people repeatedly crossed the deserts, broke through the mountain range, and finally settled in India. With the passage of time, the people of India ended up carrying the blended ancestries of the Aryans, non-Aryans, Dravidians, Mongoloid, Sakas, Huns, Pathans, Mughals and many more"

Sources: The Outline of History by HG Wells, Encyclopedia Britannica 1961, various articles on Indo-Aryan Languages and ruling dynasties.

বাংলার সম্পদ খেজুর গুড় ও খেজুর রসের সিউলী[1]

মদনমোহন ঘোষ

শীতের বাজারে এক লোভনীয় খাবার হল খেজুরের গুড়। বাড়ি থেকে বাজারে বেরুনোর সময় কেউ না কেউ বলবে, “একটু নলেন গুড় এনো”। ট্রেনে চড়বেন শুনবেন, “চাই নলেন গুড়ের সন্দেশ”। মিষ্টির দোকানের সামনে ঝোলানো সাইন বোর্ডে দেখবেন, “নলেন গুড়ের পেঁড়া”, “নলেন গুড়ের সন্দেশ” লেখা আছে। বাড়ির পাশ দিয়ে মোয়াওয়ালা হাঁক দিয়ে যায়, “মোয়া চাই মোয়া নলেন গুড়ের মোয়া”। শীতের মরশুমের বাজার তালিকায় বিশেষ স্থান করে নেওয়া খেজুর গাছের রস বা স্যাপ থেকে তৈরি খেজুরের গুড় সত্যিই সুস্বাদু। বস্তুতঃ এই গুড়ের স্বাদ ও গন্ধ

[1] লেখাটা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার এক গ্রামীন এলাকার শীতকালীন জীবিকা নিয়ে। লেখাটার ধারণা অনেক দিনের আগের, কিন্তু সময় এবং সুযোগের অভাবে লেখা হয়ে ওঠেনি। এই প্রবন্ধের প্রথম দুটো ছবি flickr.com থেকে নেওয়া হয়েছে এবং শেষেরটি লেখকের নিজের তোলা পুরানো ছবি।

এমন যে এর জুড়ি মেলা ভার। তাই এই গুড় সবার প্রিয়। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতে, এমনকি বিদেশেও এই গুড়ের বিশেষ কদর আছে।

উত্তর ২৪ পরগণার টাকি, হাসনাবাদ ও বসিরহাটের খেজুরের গুড় ও পাটালি যেমন সুস্বাদু তেমনই নামকরা। এদের মধ্যে টাকির পাটালির জুড়ি নেই। ইছামতীর তীরে অবস্থিত টাকির বাজারে আশপাশের গ্রাম জালালপুর, গাছারাটী, বেঁওকাটী, বাগুণ্ডী, শাঁকচূড়া ও হরিহরপুর থেকে ভোর না হতেই সিউলীরা গুড় ও পাটালি নিয়ে আসতে শুরু করে। অবশ্য সব সিউলীই বাজারে আসে না। কেউ কেউ বাড়ি থেকেই ফোড়েদের কাছে বিক্রি করে দেয়।[2] এতে বাজার ছাড়া কিলো প্রতি দু-তিন টাকা কম পাওয়া গেলেও তারা তা করতে বাধ্য হয় কারণ টাকির বাজারটা অধিকাংশ গ্রাম থেকে অনেক দূরে। দু-চার কিলো পাটালি বেচতে গিয়ে এক বেলার মজুর মারা যাক তা কেউ চায় না। ফোড়েরা এইসব পাটালি ও গুড় শুধু টাকি, হাসনাবাদ বা বসিরহাট কেন কলকাতার বাজারেও চালান দেয়।

কার্ত্তিক মাসের শেষের দিকে যখন হেমন্তের হিমেল স্পর্শ শীতের আগমনী বার্তা নিয়ে আসে, উত্তর মেরুর আগ্রাসী ঠান্ডার প্রকোপ থেকে বাঁচতে দেশ বিদেশের পাখিরা আলিপুর চিড়িয়াখানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় তখন থেকেই সিউলীরা খেজুর গাছের দিকে এগুতে শুরু করে। অনেক সিউলী নিজস্ব খেজুর গাছের রস দিয়েই কাজ করে, আবার অনেকে অন্যের কাছ থেকে মরশুমের জন্য গাছ ইজারা নেয়। এই তো বেঁওকাটি গ্রামের তেজো সিউলী আগামী মরশুমের জন্য আটগন্ডা গাছ ইজারা নিয়েছেন। ইজারার দাম নির্ভর করে ঐ গাছ কি পরিমানে রস দেয় এবং ঐ রসের মিষ্টতার উপর। যে গাছের রস ঘন, পরিমানে প্রচুর এবং তুলনামুলকভাবে মিষ্টি সেগুলোর দর অনেক বেশী। শুধু টাকার অঙ্কে খেজুর গাছ ইজারা হয় না অনেকে গুড়ের পরিবর্তে ও ইজারা দিয়ে থাকেন। পাশের গ্রামের অজিতবাবু জানালেন, "জ্বালানীর যা সমস্যা তাতে করে আমার খান-চল্লিশেক গাছ এবারে গাছপ্রতি এক কিলো গুড়েই দিয়ে দিলাম। তবে কি জানেন ইজারা দিলে ওরা গাছগুলোকে কেটে কেটে শেষ করে দেয়"।

কার্তিক মাস শেষ হতেই যতীন, তারাপদ, তেজো ও সাধন সিউলীরা হেঁসো দড়া নিয়ে খেজুর গাছ ঝুড়তে বেরিয়ে পড়েন। ঝোড়া বলতে গাছের আগাছা পরিষ্কার করে ও অবাঞ্ছিত পাতা কেটে গাছের কপালি বের করা বোঝায়। ঝোড়ার পর গাছগুলের বিশ্রাম। দিন পনেরো পর গাছের যে অংশটুকু পরিষ্কার করা হল সেই অংশটা চেঁচে ফেলা হয়। এরপর আবার দিন-সাতেক বিশ্রাম। আর এই সময় নাকি গাছের কাটা জায়গায় অর্থাৎ কপালিতে রস জমা হয়।

---

[2] ফোড়ে বলতে ছোট ছোট middle man বা trader দের বোঝানো হয়েছে।

এরপরেই সিউলীদের আসল শিল্পকাজ। কপালির ঠিক পেটের উপর শান্ দেওয়া চকচকে খুরধার হেঁসোর নরম পোঁচে দুদিক থেকে উঠে আসে সামান্য অংশ। এ যেন গাছের কপালিতে চক্ষু স্থাপন করা - দুদিকে দুটো চোখ এঁকে দেওয়া। দুই চোখের মাঝখানে লাগানো হয় নলি। বাঁশের মোটা কঞ্চি ফেড়ে সাত আট ইঞ্চি লম্বা করে কাটা হয়। এর একদিক সরু করে কেটে নলি বানানো হয়। প্রতি সপ্তাহে কপালির উপরের এই চোখের সামান্য অংশ চেঁচে ফেলা হয়। আর তখনই এখান থেকে দু-তিন ধরে রস বেরুতে থাকে। কপালি থেকে চুইয়ে চুইয়ে রস এসে নলির মাধ্যমে ফোঁটা ফোঁটা করে ভাঁড়ে জমা হয়। ভাঁড়টাকে গাছের সঙ্গে আটকে রাখার জন্য কপালির উপরের পাতার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। ভাঁড়টা নলির মধ্যে ঢুকে গিয়ে ঝুলতে থাকে।

রস ও খেজুর গুড় রাখার মুখ্য আধার হল পোড়া মাটির কলস বা ভাঁড়। সিউলীর কাজের অন্যান্য যন্ত্রপাতি হল হেঁসো, দড়া (পাটের তৈরী আট-দশ হাত লম্বা মোটা দড়ি যা সিউলীকে গাছের সঙ্গে আটকে রাখতে সাহায্য করে), বালধারা এবং একটা হেঁসো রাখার ঠুঙি। বালধারা হল হেঁসো শান দেওয়ার জন্য তিন ইঞ্চি চওড়া তিন ফুট লম্বা এক টুকরো কাঠ। একটা হেঁসো বা বালধারা দু-তিন বছর চলে।

প্রতিদিন গাছে ওঠার আগে সিউলীদের অনেক কাজ - রসের ভাঁড়গুলোকে ভালো করে খড় দিয়ে ঘষে ঘষে জল দিয়ে পরিষ্কার করা, এর পর ভাঁড়গুলোকে জীবানুমক্ত করার জন্য সারি সারি সাজিয়ে খড়ের আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া। তারপর বালধারায় বালি দিয়ে হেঁসোয় শান দেওয়া। ততক্ষনে ঘড়ির কাঁটা দুটোর ঘরে। স্নান করে নাকে মুখে দুমুঠো খেয়ে বাঁকে ভাঁড় সাজিয়ে সিউলী চলে গাছ কাটতে। গাছ কাটতে কাটতে সন্ধ্যে হয়, সিউলী বাড়ি ফেরে। সারা দিনের ক্লান্তি কাটে দু-চার পালা গান গেয়ে।

ভোর না হতে অন্য চিত্র এই গ্রামগুলোর। শিশিরভেজা গাছ গুলো থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ শোনা যায়, ভোরের মোরগ তখনও ডাকেনি - বেরিয়ে পড়তে হয় সিউলীদের বিছানা ছেড়ে গাছ থেকে রস পাড়তে। কেউ একা, কেউবা সঙ্গে ভাই বা ছেলেকে নিয়ে। একে একে আরম্ভ হয় গাছ থেকে রস ভর্তি ভাঁড় নামানোর পালা। এযেন এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা - কে কত আগে রস নিয়ে বাড়ি যেতে পারে। মুহূর্তের মধ্যে আবছা অন্ধকারে দেখা যায় বিড়ির আগুন গাছের মধ্যে ওঠানামা করছে আর শোনা যায় রসভর্তি ভাঁড় গাছের গায়ে লাগার ঠ্যুং ঠ্যাং শব্দ । মানুষ দেখা যায় না মানুষের অস্তিত্ব বোঝা যায়। শেষ হয় গাছ থেকে রস নামানোর পালা, সিউলীরা রস নিয়ে যে-যার বাড়ি ফেরে।

ততক্ষনে বাণের (রস জ্বাল দেবার বড় উনানের) ধারে ভিড় জমেছে। কেউ এসেছে রস খাবার জন্য কেউ বা আগুন পোহানোর জন্য। সিউলীদের মা বাবা মেয়ে বউরা রস জ্বাল দেবার জন্য সাজ সারঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত থাকে। এদের কেউ সরপা (রস ছাকা নেট) ধরে - সিউলী রস ঢেলে দেয় সরপার উপর। রস পড়ে চার চোখো বানের উপর বসানো টিনের তাওয়ায়। কেউবা রস জ্বাল দিতে থাকে। সা সা শব্দে রস গরম হতে হতে পুরু ফেনা জমতে থাকে। জমতে থাকা ফেনা ফেটে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তুলে ফেলে দেওয়া হয়। কারণ রসে কিছু বর্জ্য পদার্থ থাকলে ফেনার সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

দেখতে দেখতে পূবের আকাশ ফর্সা হয়। রবিবাবু শ্রমজীবী মানুষদের রক্তিম অভিনন্দন জানায়। চাষীরা নাঙ্গল বলদ্ নিয়ে চলে গমের জমি ভাঙতে। কেষ্ট, বিষ্টুরা কাস্তে নিয়ে ধান কাটতে চলে। ভূষো কামার তার টগবগে লাল লোহার হাতুড়ির ঘা মারে। হরি মুদি ধূনো দিয়ে দোকান খোলে।

ফেনা উঠে যাওয়ার পর রস ফুটতে থাকে। প্রথমে সরষে ফুট, তারপর মটর ফুট এবং অবশেষে বাতাসা ফুট। বাতাসা ফুটেই রস গুড় হয়ে যায়। সিউলী তাওয়া থেকে একফোঁটা গুড় নিয়ে পরীক্ষা করে দেখে। পাক্ বুঝে নামানোর কাছেই গুড়ের ভাল মন্দ নির্ভর করে। কথা হচ্ছিল টাকির বাজারের শ্রেষ্ঠ পাটালিকার তারাপদ সিউলীর সঙ্গে। তিনি বললেন, “ঠিক্ ফুট বুঝে নামানোর কাছেই গুড়ের সুয়াদ! পাক একটু বেশী হলে গুড় চিট্ হয়ে যাবে আবার পাক কম হলে পাটলী গলে যাবে।” তাওয়া থেকে ফুটন্ত গুড় নামিয়ে পোড়া মাটির জেলোয় ঢালা হয়। এর পর গুড় বীজ মারা হয়।[3] খেজুর গাছের পাতার গোড়ার দিক থেকে ফুট-দুই কেটে তৈরী ঝাঁকী বা হাতা দিয়ে বীজ মারা হয়। সিউলী জেলোর একপাশে একটু গুড় নিয়ে ঝাঁকী দিয়ে ঘষতে থাকেন। ঘষতে ঘষতে একসময় গুড়টা সাদাটে হয়ে যায় এবং গুড় শক্ত হয়ে দানা দানা হয়ে ঝরতে থাকে।

---

[3] “বীজ মারা” বলতে গুড়টাকে কাঠের হাতা বা ঝাঁকির সাহায্যে ক্রমাগত ঘষতে থাকা বোঝায়। অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত এই শব্দগুলোর পরিবর্তে হয়তো অন্য শব্দ ব্যবহার করা যেত, কিন্তু তাতে রসের স্বাদ বোধ একটু পাল্টে যেত। এ প্রবন্ধ খেজুর রস ও গুড়ের মূল স্বাদ দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা মাত্র।

জেলোর ঝোলা গুড়ের সঙ্গে দানা দানা গুড় মিশিয়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষন নাড়ার পর গুড় ঈষদ্ ঠান্ডা হয়ে গিয়ে জমতে থাকে। তখন বিশেষ চামচে করে গুড় তুলে চাটাইএর উপর পাতা পরিষ্কার সাদা কাপড়ের উপর পাটালি বানানো হয়।

প্রতি সপ্তাহে প্রথমবার গাছ কাটার পর যে রস পাওয়া যায় তাকে জিরাণ রস বলে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের রসকে ঝরা বা ওলা রস বলে। জিরাণ রস থেকে খুব ভালো গুড় এবং সুস্বাদু পাটালি তৈরী হয়। জিরাণ রস থেকে তৈরী গুড় বীজ মারার ফলে একটু সাদাটে হয়। শহরে এই গুড়ের চাহিদা বেশী। দু-এক জনের সঙ্গে কথা বলে জানলাম আজকাল ওলা রস থেকেও পাটালি বানানো হচ্ছে। তবে শুধু ওলা রসে পাটালি হয় না। এর সঙ্গে চিনি আর সামান্য ফটকিরি মেশাতে হয়। ব্যেঁওকাটি গ্রামের সুবল সিউলী বললেন, “ওলা রস থেকে যে ঝোলা গুড় হয় তা বিক্রি করে যা দাম পাওয়া যায় তার থেকে ওই রসে চিনি মিশিয়ে পাটালি বানালে ভালো পরতা হয়। মাঝারি সাইজের এক ভাঁড় রসে গড়ে পাঁচশো গ্রাম গুড় হয়। ওর সঙ্গে এক কিলো অবধি চিনি মেশানো যায়”। পাটালির দাম চিনির দামের চেয়ে খুব বেশী না হলেও মিশ্রিত চিনি এবং গুড় দুই-ই পাটালির দামে বিক্রী হয়। কিন্তু শুধু ঝোলা গুড় তৈরী করলে তা কিলো প্রতি পাটালির দামের অর্ধেক দামে বিক্রি হতো।

“আপনারা জিরাণ রসের গুড়ে কি চিনি মেশান না?” “হাঁ মেশাই তবে পরিমানে কম। ধরুন ভাঁড় প্রতি পাঁচশো গ্রাম। কি জানেন চিনি না মেশালে আমাদের কোন লাভ হয় না। অনেক সময় গুড় বিক্রি করে নিজের মজুরী হয় না। বাকিদের কথা বাদই দিলাম”। বাকিদের বলতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কথা যাঁরা গুড় তৈরীতে সাহায্য করে তাঁদের কথা বলা হচ্ছে। বস্তুতঃ যে

পরিমাণ শ্রম, প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায় গুড় তৈরীর জন্য দিতে হয় তার আর্থিক মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে এই জীবিকা অনেকটাই পারিবারিক ধারাকে ধরে রাখার জন্য।

কিন্তু পারিবারিক এই ধারা আর কতদিন চলবে? নগরিকীকরণ ও বাণিজ্যায়নের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত জীবন সংগ্রামে কালের বিচারে যোগ্যতমের জয় হয়। গুড়ের সঙ্গে চিনি মেশানোর ব্যাপারটা নতুন যুগে টিকে থাকার একটা প্রচেষ্টা। প্রায় বছর দশক পরে কয়েক মাস আগে এই গ্রাম বাংলাকে আর একবার ফিরে দেখার সুযোগ হয়েছিল। দেখলাম খেজুর গাছের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। এইসব জায়গায় বসতি হয়েছে বা বাণিজ্যিক ভাবে উপযুক্ত গাছ যেমন মেহগনি, আম বা অন্যান্য ফলের গাছ বসেছে। ভবিষ্যতে বাংলার এই সম্পদের খোঁজে অন্য এলাকায় ঘুরে ফিরে দেখার ইচ্ছে রইল।

In the Land of Gods
Thiruvananthapuram to Madurai

Dr. Subhash C. Biswas

It's one of those gloomy wet mornings when people prefer to remain indoors and satisfy their literary zeal or poetic romanticism. Godadhar, seated on his chair in the study room, is deeply absorbed in a book with his head bowed down and unblinking eyes rolling over the pages. The gloominess of the day seems to have no effect on him. Kamalika enters into the room in a silent pace like a bird landing on its nest, with two cups of tea. Godadhar, unaware of Kamalika's presence, raises his head to discover what has distracted him.

"Um, the luscious aroma of tea is overpowering; even your usual perfume failed to draw my attention."

Kamalika often reacts poetically in such a situation. Although she is an avid lover of Tagore's poems, she reveals her poetic skill by reciting her own lines in Bengali.

"*Aamare rekhechho ghare grihinee kore, hridaye rakhoni,*
Tomare paai khunje adhyayan ghare, hridaye paai ni."
(You have made me the queen of your home, not of your heart.
I find you always in your study corner, don't find your love.)

Godadhar smiles while happiness brightens his face. He eagerly looks at the steaming cup of tea; but does not let the poetic opportunity go by. He recites a few lines from Tagore in Bengali.

"*Atotuku fanka jekhane ja paai*
Tomar murati sekhane chapaai,
Buddhir chash konokhane naai –
Samasta marubhumi."
(Wherever I find a bit of space
I install your idol with love and grace,
Cultivation of intellect totally absent –
Desert prevails.)

"Another example of escaping behind intellect," Kamalika comments. Godadhar laughs in denial. Their conversation adds to the joy of drinking tea in the late morning of a rainy day.

"I heard the telephone ringing; what was it?"

"Shubhra called," Kamalika says. "They are proposing a trip together in India this winter."

Shubhra and Dwijobar are their long time friends. Dwijobar, a professor of Physics, comes often down to earth to make fun with sarcastic and humorous remarks. Shubhra, a biologist, talks almost incessantly of anything else but biology. She also knows how to laugh and laugh aloud. Such a couple should be an entertaining company in a trip. There is one thing special about them. They are excessively concerned with hotel comforts, which is an amusing conversation topic. No hotel room is good enough for them.

"Excellent proposal," Godadhar says. "But who's going to choose hotels for them? Even they themselves are hesitant in this matter."

"You're right," Kamalika agrees. "In their last trip in one of the hotels they stayed, they changed rooms five times without success. Out of embarrassment, the hotel manager felt compelled to offer them a suite in the penthouse, so that they could get the best view of the ocean."

"Oh, that's great! Let's make the trip together. We might as well get a suite in the penthouse if we follow suit."

Dwijobar prefers to visit places with water and sea beaches more than anything else. Contrarily, in Godadhar and Kamalika's list of preferences, this kind of sites falls in the tail end. However, they manage to come to a compromise. Touring South India from Thiruvananthapuram to Madurai via Kanyakumari and Rameshwaram seems appealing and interesting to everyone. Dwijobar though insists on adding Kerala Backwater to the list, but finally agrees to drop it for another trip.
"Poor Dwijo," Godadhar says teasingly, "you may find the trip too dry. It doesn't seem to hold much water."
"I'm afraid, Godai, you may end up asking for it. South India is hot and sunny in winter." Dwijobar doesn't hesitate a second to tease back.

Godadhar hates to waste time. He is ready to take the initiative for making the complete plan. Dwijobar, as concerned as he always is, wants to be sure about the standard of the hotels. So Godadhar gladly lets him take the charge of hotel booking and suggests he may look for a reliable tour company to do this job as well as provide a comfortable and dependable car for the trip. There are many such companies having websites.

A complete plan is finally made that includes hotel booking, car rental and the itinerary. Dwijobar examines the plan again and again. He expresses concern about the hotels booked, especially those in Kanyakumari and Rameshwaram. Godadhar assures him that those are the best available in those two cities. Moreover, most 3- to 5-star hotels in India are of international standard or some of them even better. Shubhra and Dwijobar, both equally fastidious about hotels, agree hesitatingly to accept the plan. Dwijobar says with a grin,"I'll take the hotels up when I'm physically there; I don't trust them."
Shubhra takes it a step further.
"They've promised the hotel rooms will meet our expectations. They'll have to deliver."

Godadhar and Dwijobar correspond with Pradeepan, the tour company's agent, by e-mail. They have chosen a reliable company that has a few awards to their credit. It takes a while to finalize all formalities. Now is the time to book flights from Canada to Kolkata as well as flights within India. Although it's not essential to go to Kolkata, that's the city where every member of the team would like to go and stay for the entire winter season in good sunny weather. They are like the Canadian snowbirds that escape from the snowy winter of Canada. Kolkata is the life center of the Bengalis. There are quite a few flights from Kolkata to Thiruvananthapuram via Chinnai or Bangaluru. Sightseeing starts at Thiruvananthapuram by car. The tourism company will be ready with the car and a driver at the airport. It terminates at Madurai from where the return journey takes place by air to Kolkata.

It's early morning in Kolkata. According to the plan, everyone has to meet at the Kolkata airport. During the winter season, Kolkata usually gets lots of fog in the morning; so there is a strong possibility of flight delays. Fortunately, it's not one of those mornings, as the weather is by far the best that can be hoped for. Godadhar and Kamalika arrive in the airport well ahead of the specified time. But Dwijobar and Shubhra arrived before them. They exchange greetings when they meet. It's an exuberant delight seeing each other after a long time. The excitement flares up in loud conversations with waves of laughter.

The flight departs at the right time. The plane is full; no vacant seat comes to sight. The crowd of passengers in the airport was an indication of this. India's high flying growth of economy is also flying through the sky. In about two hours, the plane lands in Chennai. From there a smaller plane takes the passengers to Thiruvananthapuram.

Thiruvananthapuram

From Chennai, it's less than two hours to Thiruvananthapuram. It's a relatively small airport; so it doesn't take much time to find Pradeepan, the representative of the tourism company. He leads the way to the car in the parking lot and introduces the driver to the passengers. The very first appearance of the driver, Joseph, is quite impressive. He is pleasing, polite and nicely dressed. This is the person they have to be with for the next ten days. They feel happy and relaxed. The car is a beautiful new Toyota Innova, more

than spacious enough for six passengers. When some luggages are put on the roof of the vehicle, Dwijobar opposes strongly.
“Please place no luggage on the roof; I don’t want to see any luggage flying away.”
Pradeepan and Joseph rearrange the luggage inside the vehicle. From the airport, they are taken to the office of the company to complete the remaining formalities. And then the main part of the trip begins. It’s about fifteen minutes drive to the hotel. The drive is enjoyable, the road is good and the scenery is beautiful, green. In this middle of January, it’s hard to imagine the snowy sceneries of Canada amidst this vibrant green under a bright sunny sky. The local people call their city the greenest and cleanest city of Southern India, a paradise on earth. One has to come here to discover the paradise.

The hotel is in Kovalam on a beach of the Arabian Sea with a lush green background. The lobby is spacious and luxurious. On arrival, everyone gets a vermillion *Tilak* (a mark on the middle of the forehead). This is the sign of welcome. Two side-by-side rooms are assigned to them. The rooms are on the ground floor facing a swimming pool. Seeing the rooms, Dwijobar is apparently angry. He growls,
“This is unacceptable. They promised rooms with sea view. And what do we get – scenery of a noisy swimming pool?”
Shubhra doesn’t feel ashamed to be loud. She instructs the attendant,
“Please call the manager immediately to arrange for rooms as promised.”
Godadhar feels amused to say, “You love water, Dwijo, you get a swimming pool; so what’s the problem? Moreover, it will be lively with many swimmers.”
“A swimming pool is not a sea; that’s the problem.”
The manager settles the matter with apology. Dwijobar gets a room with a view of the sea. Godadhar gets a room with a view of deep dense green and colourful flowers. Everybody’s happy; it’s a win–win situation. After the long journey from Kolkata, everyone is thinking of only one thing – a good dinner and complete relaxation. Visiting program starts tomorrow with the famous Temple of this city.

Sree Anantha Padmanabhaswamy Temple

This is one of the most famous temples of Kerala dedicated to Lord Vishnu. Located inside East Fort in the city of Thiruvananthapuram, this Temple is one of the 108 *Divya Desham* (holy abodes) of Lord Vishnu. It’s believed, the image of Vishnu here is one of the most sacred and powerful ones anywhere in India. The city’s name is derived from the name of the Temple. The word Thiruvananthapuram literally means “The land of Sree Anantha Padmanabhaswamy”. There’s a tank by the side of the Temple, named *Padma Teertham* (lotus spring). This tank is also a site worth visiting.

Kamalika says this temple has a mythological origin as well as a history. According to the popular legend, once Lord Vishnu, pleased with the devotion of the sage Divakara, appeared before him in the disguise of a child. Divakara requested the child to stay with him. The child agreed, but on the condition that he would leave if ever he were chastised. The child was mischievous. The sage put up with all misdeeds of the child, until his patience was tested when the child swallowed the *Shaligram* (the most sacred stone worshipped as the symbol of Vishnu, often regarded as the God Himself). The sage became enraged and remonstrated with the child. The child disappeared immediately saying he could be found in the Anantha forest, if he wanted to see him. The sage realized that the child was none other than Lord Vishnu Himself. So he set out for the Anantha forest. When he reached the forest in one early morning, he saw a huge tree crashing to the ground and transforming into the divine form of *Ananthashayana* (eternal sleep position), extraordinarily long. The sage became awe-struck by this spectacle and recognized the God. Unable to see the entire form, he requested the Lord to shrink Himself so that he could behold Him completely and worship. The Lord complied and told the sage that He should be worshipped through three doors. This is the story of Padmanabha Temple. There are a few more legends.

Historically, the work on the temple began in 1565 CE under the rulers Ettuveetil Pillamar. It was completed in 1753 CE by King Marthanda Varma (1712 – 1758 CE), Maharaja of the erstwhile princely state of Travancore. He dedicated his state, his family and his kingly powers and privileges to Lord Padmanabha (Vishnu), the deity of the Temple, and pledged that he and all his descendants would serve the kingdom as *Padmanabha Dasa* (servants of Lord Padmanabha). He made a legal document to this effect. Thus Lord Padmanabha became the nominal head of the state of Trivancore.

The car stops as close to the Temple as possible. Everyone gets off; driver Joseph goes back to park the car in the designated area. The gorgeous temple stands ahead with its towering Gopuram. Walking closer to the Temple, the architecture and carvings of the Gopuram become clear to the view. It's a 100-foot multi-tiered tower with a mix of Kerala and Dravidian style of architecture. Unfortunately, because of renovation the beauty of the Temple cannot be fully appreciated.
"I find a striking difference in this Gopuram," Godadhar says. "Its angle at the apex is less sharp; so its width is more notable than its height."
"The shape remains to be pyramidal anyway," Dwijobar remarks.

Sri Padmanabhaswamy Temple (under restoration)

There's a large staircase in front of the entrance gate. It's a sultry day, sunny and humid. Devotees have crowded the temple area defying the burning heat. To go inside the sanctum, one has to follow the dress code. Women can go in their normal sarees; but men have to put on a new *dhoti* (long white cloth) without anything on top.
"This is inconvenient and unacceptable," Godadhar says.
"I'll fool them," Dwijobar says with a smile. "I'll wrap the dhoti over my pants."
But this trick doesn't work. So both Dwijobar and Godadhar stay outside while the two ladies go in. Two temple priests look curiously at the two dhoti-over-pants strange fellows. They become more curious discovering that these strange fellows have come all the way from Canada.

Dwijobar asks the priests about the idol in the sanctum. They say, the main idol is Ananthapadmanabha, recumbent on coils of the five hoods of the snake *Anantha* or *Adi Sesha*. This pose is called *Bhujanga shayana*. The recumbent posture of the Lord with eyes partially open is also called *yoganidra*. In this posture, Vishnu, as the preserver of the universe contemplates his infinite number of tasks and executes them through yoga. There are three doors showing three sections of the idol that's over 18 feet long. The three doors also give you an opportunity to have *darshan* (viewing) three times and pay obeisance. The

idol has two arms, one holds a lotus and the other hangs over Shiva. Brahma is seated on a lotus emanating from the navel of Vishnu. Sridevi and Bhudevi, the two consorts of Vishnu, stand by his side. The name Padmanabha means one from whose navel sprouts a lotus. The idol is studded with 12008 *shaligram* stones brought from the bank of the river Gandaki in Nepal. A unique feature of Padmanabhaswamy Temple is that it has idols in all three postures – reclining, standing and sitting.

Kamalika and Shubhra come out talking and laughing. Both look happy as if they had their mission successful.
"Inside is dark," Kamalika says. "It takes a while to get accustomed to the dim light. But Oh God! What a majestic vision. You can never fill your heart with the divine sight."
"It's a unique sight," Shubhra says. "You see the entire Hindu Trinity in front of you. Through the left door, you worship Shiva, through the central door Brahma on the lotus and through the right door Vishnu's feet."
"This concept of trinity is popular in South India," Godadhar says.
It's believed that the idol is entirely made of gold. Moreover, there is an abundance of gold jewellery in the sanctum sanctorum.

This temple is well known for its festivals. There are many festivals celebrated in this temple, of which the *Alpasi* and *Panguni* are most popular. Both are 10-day long festivals. But the most remarkable and spectacular is the *Lakshadeepam* festival when the entire temple is lit up with 100,000 lamps. It is celebrated once in six years, the last one was in 2008.

The next site is Napier museum. But the broiling heat, the crowd and lack of convenient parking places rendered the museum uninteresting. Kamalika spots a local lady selling green coconuts and asks Joseph to stop the car. In this heat under a glowing sun, it's nothing but godsend. The sales lady is very efficient and quick in serving. A German couple, curious but ignorant about green coconuts, also comes forward to quench their thirst and is unexpectedly pleased.

There are a few other interesting places to see, but the ladies prefer to go back to the hotel and enjoy the rest of the day on the beach. Godadhar is also keenly interested to watch the sunset on the Arabian Sea. Samudra Beach is a private beach; it belongs to the Hotel. A relatively small beach, but lively enough with the distinguished residents of the Hotel. The residents are mostly foreigners, especially German. This hotel seems to be a favorite among German tourists. One attraction is the famous Ayurvedic treatment of Kerala that can be arranged through this hotel and other hotels as well. There are two other beaches close by. Light House Beach is the largest beach and most popular among tourists. The other one is Howah Beach.

The Sea is turbulent with high waves. The western sky is covered with light clouds. Godadhar is not very hopeful for a spectacular sunset. Dwijobar and Shubhra are wandering along the waterline daring the high waves. Kamalika has to wet her feet whenever she is on a beach. Godadhar stands at a safe distance so that waves don't splash on his feet. Kamalika has left her sandals near him. But sea waves are illusive. Suddenly a long high wave rolls in and pulls the sandals away. Godadhar struggles hard, but manages to grab only one of the pair. The other is seen as a shiny sandal on the crest of a wave, a spectacle that everybody is seemingly enjoying. Waves curl over and break on the shore, but the sandal is always pulled far away. Godadhar too feels amused and recites in an ecstasy of delight:

"Dance there upon the shore;
What need have you to care
For wind or water's roar?"

"Yes, William Butler Yeats may not care, but I do," Kamalika complains. Apparently convinced there is no hope, she worries how she can go back to the Hotel barefoot. "Can't we do anything to get the sandal?" She asks in desperation.

A gentleman slowly approaches Godadhar and asks him not to worry. A local man is standing nearby; he can help if asked. This local man patiently waits for the waves to toss the sandal on the shore and then skillfully grabs it. The gentleman introduces himself.
"My name is Tarak Nath De. I have been living here for over two years."

Coincidentally, Tarak Nath comes from the same village as that of Godadhar. Although Godadhar doesn't normally indulge in nostalgia and considers life as a step forward, he goes on talking about the sweet old memories of his boyhood. Suddenly a flow of nostalgia engulfs him.

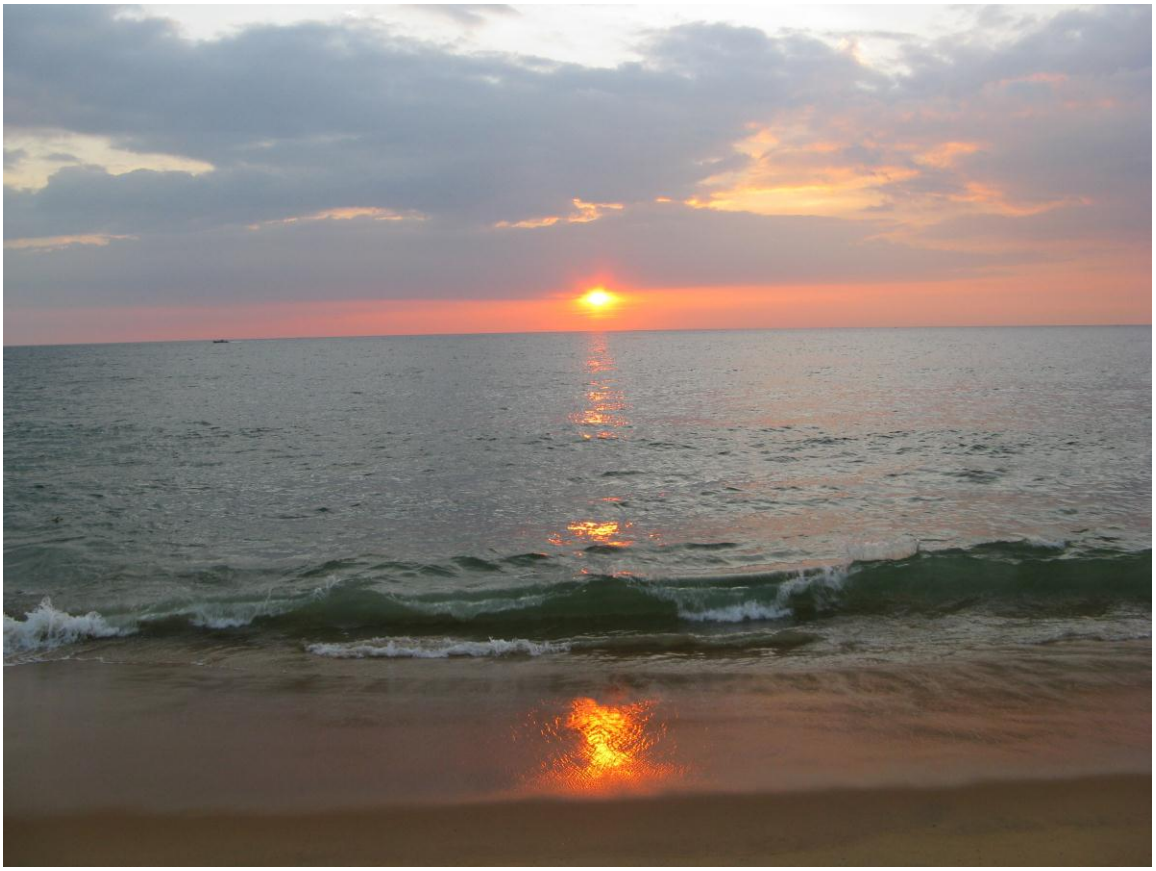

Sunset on the Arabian Sea from Samudra Beach

"Oh, look at the sky," Godadhar exclaims. "What a wonderful sunset! This is the most spectacular sunset I've ever witnessed. The clouds have created a dramatic effect."
Sunset on the Arabian Sea is no doubt a marvelous sight from the Kovalam beaches. Godadhar goes on clicking on his camera, but still cannot get his heart full. A photo may speak more than a thousand words, still it doesn't say enough.

Kanyakumari

Kanyakumari is about 90 km from Thiruvananthapuram. Driver Joseph is ready with the car. He salutes his distinguished passengers in his usual manner saying *Good Morning* and *Namaste*. Joseph is fluent in English, Hindi, Malayalam and Tamil. So he is very helpful as an interpreter of the local languages. Without such help communication becomes difficult at times leaving no other way but resorting to sign language.
"Shall we visit the Wooden Palace and Suchindram Temple on the way to Kanyakumari?" Godadhar asks.
"No Sir," Joseph answers politely. "Unfortunately, the Wooden Palace is closed on Mondays."
"Does that mean we are not visiting the Palace?"
"No Sir, we can come back from Kanyakumari tomorrow to see the Wooden Palace as well as Suchindram."
"Excellent," Kamalika utters a sigh of relief. She has a compelling interest in seeing these two places.
"For me, the Wooden Palace is no better than a warehouse of wood," Dwijobar says laughingly. "I would relax instead."

“Come on, be serious,” Shubhra says rebukingly. “The Wooden Palace is something to see; I’ve heard about it.”
“After reaching Kanyakumari, we will have enough time to visit some places, isn’t it?” Godadhar asks.
“Yes Sir,” Joseph says. “You can visit the Kumari Amman Temple.”

It takes a little over two hours to reach the hotel in Kanyakumari. The welcome reception in the hotel is nothing short of excellent. The rooms are good; but for Dwijobar, there is always something better than the good. He gets a grand view of the Arabian Sea on the back and a beautiful swimming pool in the front. The only problem he could find is a squeaking door. So he changes over to a room with equally good views but no squeaking doors. After some relaxation, they prepare themselves to go for the visit. Dwijobar calls Joseph on his cell phone and all of them come down to the lobby.

Kumari Amman Temple

This temple is one of the famous tourist spots of Kanyakumari. Situated on the sea coast of this bustling town, this temple attracts thousands of tourists and pilgrims from all over India. This temple enshrines the idol of Devi Kanya Kumari, the Virgin Goddess. The city itself is named after this deity.

Kumari Amman Temple

Joseph stops the car near the street that leads to the Temple, as cars are not allowed on this street. The street is bordered by colourful stalls on both sides. It’s crowded with tourists, devotees and local people; the whole street looks like a vibrant market place. Kamalika says there are legends and folklores surrounding temples of India and Kumari Amman Temple is no exception. It also has a few mythological stories that fascinate the tourists, devotees in particular. The most popular among them is the one about the slaying of Banasura, the ruthless but powerful demon king. Banasura was so powerful that he overpowered the Devas (Gods) and imprisoned them. The Devas, as they normally do in this kind of

situation, sought for the help of Lord Vishnu. He told the Devas that Banasura could be killed only by a virgin and so He ordained Goddess Parvati to come down on earth as an incarnation of virgin and kill the demon. Parvati, manifested as Devi Kumari, began penance to acquire power to slay the demon. Lord Shiva responded to her prayer, but fell in love with the beautiful virgin and proposed to marry her. A day was also fixed for the marriage. This complicated the matter. The Devas, worried as they should be, sought help from Narada, the celestial go-between. Narada played some trick to mislead Shiva who failed to arrive on the appointed day of marriage. This infuriated Devi Kumari so much so that she cancelled the marriage and cursed all the marriage articles like ornaments and food. These articles turned into sea shells of different colour that are still seen scattered along the coast. Devi Parvati did acquire the power to kill Banasura and released the Devas. She vowed to remain a virgin (kumari) guarding the shore of Kanyakumari.

Historically, the temple was initially built in the 8th century by the Pandyans. It was subsequently renovated by the Chola and Nayaka dynasties.

The temple is open in the evening from 5:30 to 8:30 PM and in the morning from 4:30 to 11:45 AM. Dwijobar, curious about the dress code, asks,
“Can we enter in our normal dress?”
“No,” Godadhar says. “Men must remove their tops. Women have no problem if they are completely covered, including the head with a scarf.”
“Unbearable discrimination,” Dwijobar grumbles. “Is there any mythological story to justify it?”
“Not that I know of; but, as you know, men in India often bare themselves as far as the sense of civility permits. So they don’t mind.”
The main entrance to the temple is through the north gate. There is an eastern entrance - the sea facing gate - which remains closed except on special occasions.
“Given the temple’s disposition, the eastern gate should have been the main entrance,” Dwijobar remarks. “I don’t see any justification for closing this entrance.”
“It’s believed,” Kamalika says, “that the light reflected from the glistening diamond on the nose-ring of the deity misled the ships in those days. So this gate was shut permanently.”
”There are make-believe stories for everything surrounding temples in India,” Shubhra remarks.

Carved of blue stone, the idol of Devi Kumari Amman is beautifully adorned with gold jewels. Especially, her crown is decorated with diamonds and other precious gems. There is a beach close to the temple where Hindus come to take a holy dip. This area remains crowded with devotees taking ritual bath all day long. The temple gets enlivened with 10-day long festivals two times a year when the idol is taken out in a procession with colourful lights.

The sunset on the Arabian Sea is also very beautiful from Kanyakumari. The sea coast of Kanyakumari gets densely crowded during sunset and sunrise. Hindu devotees strongly believe they can wash their sins by taking a dip in the sea during these two auspicious times. Godadhar and Kamalika come out early morning the next day to watch sunrise on the Indian Ocean. They arrive at the coast line an hour before sunrise in order to grasp the beauty of the entire show.
“It’s a great feat,” Godadhar says. “Walking 2 km on an uneven road defying an awesome crowd in this early hour needs a strong motivation.”
“Moreover,” Kamalika says,” you have to sacrifice your sweet early morning sleep.”
“It should be worth the effort. But, unfortunately, the clouds in the eastern sky look disappointing.”
There is a viewing tower that’s already overcrowded. A fellow tourist says it’s nothing compared to last year’s crowd at about this time of the month. Thousands of people flocked to Kanyakumari to watch the longest annular solar eclipse of the millennium. Scientists, students and astronomical fans from all over the world converged here to study the celestial spectacle. But today’s show has not been as dramatic as expected, the glamour being somewhat clouded. It has been a unique experience anyway.

Suchindram Temple

Joseph is ready with the car at the right time. Every morning the car looks tidy clean and Joseph is neatly dressed in bright white creaseless clothes. He wishes Good Morning and opens the car doors for everybody.
“What’s the program today, Joseph?” Godadhar asks.
“Sir, our first site to visit is the Suchindram Temple which is about 11 km from here. The next place to see is the Padmanabhapuram Palace.”
“Is that the Wooden Palace?” Dwijobar asks with curiosity.
“Yes Sir that is it.”
“Uhm! A warehouse of wood under a different name.” Dwijobar smiles with gestures to belittle the Wooden Palace.

Suchindram Temple

It doesn’t take long to arrive at the site of the Suchindram Temple. The yard in front of the temple is not impressive. It’s congested with stores, traffic and people – a scene which is typical of India. But looking at the temple, one gets amazed with the beautiful white towering Gopuram. It’s a 40m (131 ft) tall structure covered with sculptures from the Hindu mythology. The entrance to the temple is rather commonplace with shoes scattered here and there. The devotees must remove their shoes before entering as for any other temple.
“I guess, we don’t have to take off our shirts.” Dwijobar looks frustratingly worried.
“Yes, we have to,” Godadhar says.
“Oh no! This way they’ll make us lose our shirts.”
“You can go in your pants and that’s something.”
“I hope, next temples will be more civilized. We have enough of it.” Dwijobar looks uncomfortable.

The entrance opens to a long hallway having walls with sculptures of women holding oil lamps. The inside is vast with hundreds of pillars. There are many shrines, about 30 or so. The main shrine is that of Lord Vishnu with an idol made of eight metals. Suchindram Temple, like Padmanabhaswamy Temple in Trivandram, is another of a few temples in India where devotees can worship the Hindu Trinity – Brahma, Vishnu and Shiva. There are shrines of Lord Ganesha, Navagraha and many other deities. But the marvelous statue of Anjaneya (Hanuman) attracts the attention of most visitors. It's a single stone statue 5.4m (18 ft) tall, believed to be the stature he showed to Sita when she was held captive in Lanka. There are numerous sculptures of scenes from Ramayana and Mahabharata. Suchindram Temple is well known for its elegant musical pillars that are about 7m (22 ft) tall. On tapping, the pillars can produce various musical notes.
"The inside is very hot and humid," Dwijobar complains.
"May be this is one reason why they want us to come with bare top." Godadhar tries to find some rationale.
"But Godai, the divine concoction of incense and human perspiration is intolerable."
"You need to be strongly devoted. This is the chance of your life time to get to the Trinity through the divine concoction."

Joseph is ready for going to the next site, the Padmanabhapuram Palace, another 15 km from here. The drive will be through a scenic road, Joseph says
"Aren't there any legend about the Suchindram temple, Kamalika?" Shubhra asks.
"I can't think of a temple in India without legends. Yes, there are a few. Lord Shiva was staying in this temple when Devi Kanya Kumari was doing penance. Another legend is associated with the name of the temple. According to *Sthalapurana*, once Indra, cursed by the sage Gautama, came to this temple to be purified. Indra had a passionate desire for Ahalya, wife of Gautama. In order to satisfy his desire, he misled the sage one night by crowing like a cock indicating dawn long before it was. Gautama woke up and went to the river for his ablutions. Absence of Gautama from his hut is the most propitious moment for Indra to be with Ahalya and he did so in disguise of Gautama. But Gautama, realizing the mistake, came back and discovered the unthinkable sight. So he cursed Indra to be covered with a thousand *yonis* (female organ) and Ahalya to be turned into a statue of stone. To get rid of this disgraceful appearance, Indra did penance for a long time in *Jnanaranya* worshipping the Trinity and was relieved of the curse. Indra was thus purified and built a temple. This temple as well as the place *Jnanaranya* came to be known as Suchindram, *Suchi* meaning pure and *Indram* meaning Indra in Sanskrit. It's believed that Indra still comes to this temple to worship at midnight every night."

"A third lore about this temple is also interesting. *Jnanaranya* used to be a dense forest where many ascetics lived and obtained salvation through rigorous penance. One great sage, Atri, was living in this forest with his wife Anasuya. Anasuya was renowned for her devotion to her husband and her chastity. Her glorious fame moved even the goddesses like Saraswati, Lakhsmi and Parvati. These goddesses – also reputed for their chastity and devotion – became jealous of Anasuya and wanted to put her chastity to severe test. They requested their husbands, Brahma, Vishnu and Shiva, to help. The Trinity came down to earth to Anasuya in disguise of mendicants and asked for alms. When Anasuya was about to serve them, they refused saying they had a vow not to accept alms from a person with any dress. This put Anasuya to a great fix. Her lord (husband) Atri was away for a long penance. But she remembered that she had her lord's *Padateertha* (powerful sacred water) that could do any miracle. She strewed it on the mendicants who immediately turned into innocent babies. Now she could serve them without problem respecting their vow. But the babies couldn't return to Heaven and long absence of the Gods made the goddesses worried. So they also descended on earth to Anasuya and discovered what had happened. They had no choice but to ask Anasuya for *Mangalya Bhiksha* (gift of married life) and were granted. The three babies turned into their godly forms by sprinkling of *Padateertha*. When they left, three lingas of the Trinity appeared at the foot of a laurel tree beside Suchindram Temple. . . This is the gist of the Atri - Anasuya story which is pretty long."

Padmanabhapuram Palace

“The world needs wives like Anasuya to get rid of its problems,” Dwijobar quips.
“And husbands like Atri,” Shubhra retorts.

Padmanabhapuram Palace

The car stops and Joseph says we have arrived at the Wooden Palace. Coming out of the car feels like thrown into a baking oven; it’s so scorching with the bright midday sun. Kamalika is always in the lookout for green coconut stalls. There is one in the street corner, she yells excitedly.
“Green coconut water is so great in this kind of weather,” Dwijobar comments while drinking.
“I like best its tender white juicy flesh,” Shubhra says with her usual laughter.
“Let’s hurry up and walk into the shade of the Wooden Palace,” Godadhar says.
“Yes, let’s go,” Dwijobar says. “I’ve to find out if it’s a warehouse of wood or a dump yard of wood.
Situated at the foot of the Veli Hills close to the town of Thuckalay, this Palace is the largest wooden Palace of India. The Palace was built in 1601 CE by the Travancore king Ravi Varma Kulashekhara (1592 – 1609 CE). The construction was completed in 1744 CE by Marthanda Varma, the legendary king of Travancore, who named it Padmanabhapuram Palace after the prime deity Padmanabhaswamy (Lord Vishnu) of Travancore. The palace, a brilliant example of traditional Kerala architecture, has an area of 6.5 acres and is administered by the Kerala Department of Archaeology.

Brass lamp with a knight on horse back

The Palace is built with wood – mostly rosewood and teak - and granite stone. There are 127 rooms in the Palace most of which are large and airy. The rooms are for administration, reception of royal guests and dwelling. They all feature intricate carvings. The roofs are made to slope to drain off rain water with extended overhangs to protect the walls.

Before entering the Palace, one has to remove his shoes. This is disliked by both Godadhar and Dwijobar. And then one has to walk bare foot on dirt ground through a court yard, which is not liked by the tourists. This can be easily avoided by better planning. The entrance is not as glamorous as expected. While on the court yard, the 300 hundred years old clock tower comes to sight. The clock is still ticking.

Visitors meander through the 127 rooms of the Palace. The tour is long but self-guided with signs and boards displaying a brief history. In the entrance hall of *Poormugham* (king's council chamber), the first thing that comes to notice is the ceiling with carvings of 90 different flowers in full bloom, each one of them is unique and beautiful. From here, a steep flight of wooden stairs leads to the *Mantrasala* (council chamber). The floor of this hall is exceptionally gleaming – it's made of a special compound of burnt coconut shells, lime, egg white, sand, laterite and herbal juice. At the center, a brass lamp with a knight on horse back is hanging from the carved ceiling. It's always horizontal, no matter which way it's turned. A Chinese chair stands out gloriously – a gift from the then Chinese merchants. Another magnificent piece is a glistening black bed made of seven pieces of polished granite.

Dwijobar and Shubhra are not seen anywhere around. They must have left being fed up with the long walk on bare foot and some gruesome stuffy rooms. Kamalika and Godadhar continue with interest. The next building is a huge double-storied one, 78m long. It houses two large dining halls that can accommodate 1000 persons each. The rulers of Travancore were known for their charity; they used to provide free meals for 2000 Brahmins every day.

“Oh boy!” Godadhar exclaims. “I try to imagine 2000 people seating in rows eating off banana leaf plates every day and the volume of work in the kitchen.”
“The halls now look bare, old and in bad condition,” Kamalika says.

Intricate carvings and mastery of craftsmanship constitute a recurring theme in every room. The main palace is a four-storied building, called *Upparika Malika*, housing the king’s bedroom and a few other quarters. It’s in the center of the palace complex. The King’s bedroom is in the first floor where the central piece of attraction is the King’s bed – a huge four-poster bed made of 64 different types of herbal and medicinal woods.

Thai Kottaram (Prayer Hall) is the oldest palace in this complex, built during the reign of Ravi Varma Kulashekhara. Godadhar and Kamalika stop in front of a huge pillar supporting a ceiling and look in awe at this masterpiece creation. Made of a single jack fruit tree, the pillar is exquisitely carved all over in elaborate floral designs. The artistic affluence and the incredible beauty of this extraordinary piece of art dumbfound the visitors. A secret tunnel, now closed to the visitors, provided an escape route over 1 km long from this quarter.

Godadhar and Kamalika walk in slow pace through the rooms and passages. *Navarathri Mandapam* or the Dance Hall is another majestic palace. They come across many more interesting features like old weapons, Chinese jars, Belgian mirrors, paintings, polished stone cot, huge kitchen and toilets

Navarathri Mandapam (dance Hall)

“The tour has been long but worth it,” Godadhar says.
“I got a somewhat uncanny feeling and a sense of mystery inside the palaces,” Kamalika remarks.
“That’s probably because of the materials and features that resonate with the spirit of the past,” Godadhar tries to give an explanation.

Dwijobar and Shubhra have been waiting in the entrance hall all this time. They look tired of waiting and totally unimpressed of the Wooden Palace.
“I have been reading an article in today’s paper on this palace,” Dwijobar says. “According to this article, this palace has been reduced to a skeleton because of climatic ravage and theft.”
“The palace needs repair, no doubt,” Godadhar says. “But whatever remains is an incredible lot, magnificent and majestic. You have missed something memorable, Dwijo.”

The day’s program is not over yet. Dwijobar insists on visiting the Vivekananda Rock today. This is one sight he doesn’t want to miss. Joseph says he will try his best, but the ticket office may be closed by the time he can reach. So it’s better to see it tomorrow.
“But tomorrow morning we are leaving Kanyakumari for Rameshwaram,” Dwijobar grumbles. “How can we see the Rock?”
“We will see it from the shore only tomorrow before leaving,” Godadhar proposes a compromise.
“No way,” Dwijobar is determined. “We will visit the Rock tomorrow and then leave.”
“So be it; Rameshwaram can wait a little.”

Crowd in Kanyakumari

Vivekananda Rock Memorial

Next day, everyone gets ready early in the morning; the idea is to get in the queue as early as possible. Joseph says the place is notoriously crowded almost always. The queue is excessively long and by the time you come back after visiting the Rock, it may as well be half day past.
“It’s not very encouraging,” Dwijobar says. “But we are definitely going to see it. I’ve heard millions of people come to visit the Rock every year.”
“If it’s too crowded, I may get other thoughts,” Godadhar doesn’t sound enthusiastic.
“Don’t worry guys,” Kamalika assures. “We will make it, I’m sure. I heard Vivekananda calling and we are going to see him.”

“You’ll see the person who’s most determined will be the one to drop out first,” Shubhra says pointing at Dwijobar and laughs.

Joseph says car will not go farther; everyone has to get down here and line up. Looking at the street scene, Godadhar exclaims,
“Boy oh boy! It’s a sea of people in this early morning. It’s unbelievable; I think everyone wanted to be the first in the queue.”
“The line is about a kilometer long, but it moves smoothly,” Joseph tries to give some hope.
“It’s not a line,” Dwijobar says. “It’s a long band and the band width is 3 to 4 people at every point. We’ll never reach the Rock boat.” Dwijobar’s face looks pathetic.
“Stop grumbling please,” Kamalika says in a stern voice. “Stay in the queue and follow me and thank me after we’re back.”
The line moves smoothly and faster than expected without chaos, jostling or jumping the queue. At a certain point it gets reduced to a narrow one-man passage. It’s rare in India that such a long, clumsy queue gets auto-regulated and moves without incidence.

Amidst the sea where Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean merge, there are two rocks known as “Twin Rocks”. Vivekananda Memorial is on the farthest one, about 500 m from the mainland. On the other rock, there is a statue of the great Tamil poet and saint Thiruvalluvar. But the tourist destination is the Vivekananda Memorial. There are two ferry-boats constantly plying across the half-kilometer sea. The boats are relatively small and the sea is fairly turbulent. Men and women make separate queues for boarding the boat.
“This is a crazy rule,” Godadhar says. “Those having children will find it very inconvenient.”
“The ride is rocky,” Dwijobar says. “Chance of getting wet from the breaking waves is pretty high.”
“The ride is a bit scary too,” Shubhra says.
“But fun as well,” Kamalika says, seemingly amused.

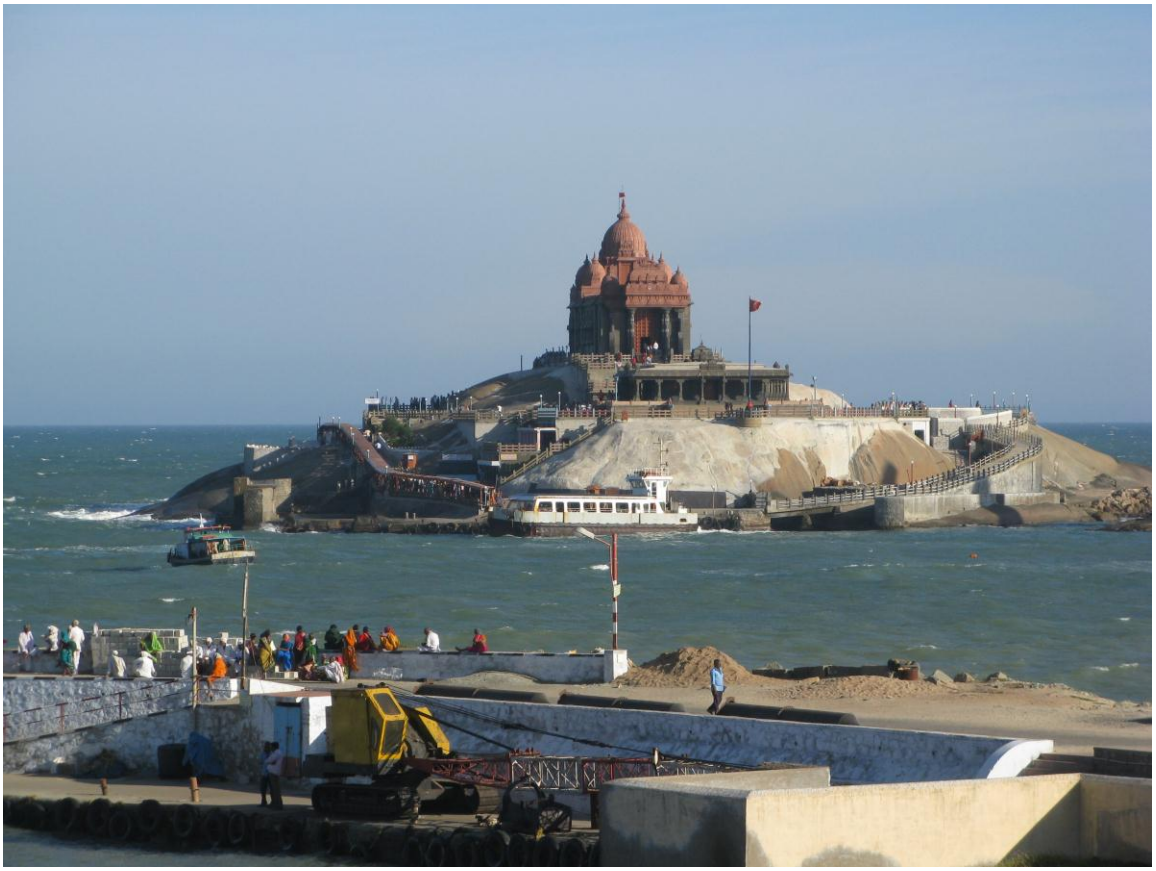
Vivekananda Rock

After landing on the Rock, the feeling is changed instantly.
“It’s so peaceful and delightful here,” Godadhar says in heightened spirit. “It’s simply outstanding and breathtaking.”
“We must thank Kamalika; it’s for her insistence that we’re here. I almost decided to go back.” Dwijobar is full of appreciation.

The great Indian philosopher Swamy Vivekananda wandered all over India out of intense love for his motherland. He then came to Kanyakumari and swam across the rough sea to come to this rock for meditation. It was the month of December 1892. He meditated on this rock for three days - 25th, 26th and 27th December - contemplating on India’s past, present and future. He was enlightened here and became a spiritual leader of the philosophies of Vedanta and Yoga. The Rock has an area of about 16000 sqm on the water level and a spacious level top at an altitude of 17 m. It was Shri Eknath Ranade who struggled hard to obtain fund for the Memorial, overcoming seemingly insurmountable obstacles. The Memorial was inaugurated by V. V. Giri, the then President of India, in September 1970. The other rock with the statue of Thiruvalluvar is about 70 m from here toward the shore. The Vivekananda Memorial consists mainly of a meditation hall with six rooms and an assembly hall with two rooms and a statue of Vivekananda.

There is another smaller hall on this rock called *Shripada Mandapam* which is a shrine erected on the spot where there’s believed to be a foot print of the Goddess Kanya. Legend has it that Goddess Kanya did her penance on this rock. Since ancient times this rock has been known as *Shripada Parai* (rock with the foot print of the Goddess). Actually there’s a projection of rock that resembles a human foot and this part of the rock is enclosed in the shrine.

Dwijobar walks around looking at the great seas in bewilderment. Shubhra is lost inside the Assembly Hall, probably in spiritual ecstasy. Hundreds of visitors are walking around in a merry mood. Godadhar and Kamalika stand at the southernmost point and enjoy the dreadful yet tranquil beauty of the confluence. People say it’s possible to see distinctly the three different waters coming from Bay of Bengal, Indian Ocean and Arabian Sea; but no, it’s not that clear.
“This is one great place from where you can watch both sunrise and sunset,” Godadhar says.
“I can spend the whole day here watching the water waves,” Kamalika says. “Moreover, I feel I can see the three different colours of water.”
“I don’t care about the difference. Standing on this tiny island, I am simply overwhelmed and exhilarated by the boundless water vibrant with all its glory and gorgeousness. The view is highly invigorating and spiritually stimulating. I understand now why Vivekananda chose this Rock for meditation”
“So you must have been fully gratified; let’s now go back to the shore and proceed to Rameshwaram.”

To be continued

In the Land of Gods
Aurangabad and Ellora

Dr. Subhash C. Biswas

The day in Ajanta has been very rewarding, although very tiring because of summer heat. The night passes in the comfort of the hotel. The morning after sunrise has a special charm and beauty. The same is true for the city of Aurangabad too. The sun has cast long shadows of a few scattered buildings near the hotel. There are a few gardens visible from the hotel. They have no planned landscaping; vegetation is rather random with different kinds of local plants and trees. Birds are flying around enchanted by the morning sun. Their singing creates a sweet melodious sound that fills the heart with joy. Especially, cuckoo's cooing brings nostalgic feeling. The scene seems more reminiscent of a village neighborhood of Bengal than a hotel complex.

Indra, normally quiet, is very strict when the question of keeping time arises. He looks at life the same way he does at his profession. He calls everybody up and announces that it's time for breakfast.
"The car will be here in no time and we all must be ready; so get up, get up, get up." Indra does not talk much, but chooses the just number of words to emphasize what he means to say.
Everybody gathers around the breakfast table. The breakfast hall is beautiful; it's adorned with an illuminated fountain. It is probably too early in the morning for breakfast; so the remaining tables are empty. It is a kind of silent atmosphere except some turbid noise caused by subdued talking and metallic sound of spoons and forks. Priyanka is still in sleeping mood.
"Hello everybody! Good morning. How are you all doing?"
Everybody gets shaken up. Mr. Gopalkrishna Murty, the owner-cum-manager of the hotel, comes to supervise personally to make sure the guests are happy with the breakfast. He is serious and very sincere with his new venture. Mr. Murty is a fine gentleman with a charming personality. Godadhar greets him back.
"By the way, your car has arrived. What is today's program, may I ask?"
"Our program for today is to visit the Ellora caves," Godadhar says.
"Very good; but you may consider visiting Daulatabad Fort on the way. And yes, you may also visit the beautiful Grishneshwar Temple that comes on the way too. "
"Thank you Mr. Murty for your interesting suggestions. We will certainly try to include them in our program for today."

Mr. Murty insists that everybody taste the special coffee he has instructed the chef to make for the guests. He also joins with them with a cup.
"A friend of mine is coming to see me in a short while; may be you will like to meet with him." Gopalkrishna continues. "He is a Bengali gentleman and a very interesting and knowledgeable person. I will introduce him to you."
"Sure, it will be a pleasure," Godadhar says while sipping on the delightful coffee made especially on manager's order.
One by one everybody comes down to the lobby. Godadhar notices a man of matured age with white hair sitting on a chair near the receptionist's table. He is also looking at Godadhar with a smiling face.

“Here is the gentleman I told you about. This is Mr. Roy.” Gopalkrishna appears suddenly and introduces Mr. Roy to Godadhar. Mr. Roy says in Bengali with folded hands and a loud laugh,
“*Adhamer naam Golak Chandra Roy* (this lowly person’s name is Golak Chandra Roy).”
It doesn’t take long for Godadhar to learn that Mr. Roy is a humorous and friendly person. They continue their conversation like two old friends. Kamalika rushes in saying,
“There you’re again, absorbed in conversation forgetting the rest of the world. Indra says we are already late.”
“Excuse me for interrupting.” Gopalkrishna is always very gentle and modest. “May I suggest you take Mr. Roy with you? He will be a great help if you need explanation. Mr. Roy, as I know him, will be more than glad.”
This suggestion is more than welcome. So Mr. Roy accompanies them and the journey begins.
“Now we have somebody experienced with us; we don’t have to depend on the driver alone.” Godadhar feels relieved and comfortable.
“Yes, if you say so, Doctor; I’ll take the role of leadership. But I must be excused if I disappoint you.” Golak Roy laughs aloud.
“What do you do Mr. Roy?” Godadhar asks after a long pause.
“Nothing, ha, ha, ha! I’m retired.”
“Tell us about yourself, Mr. Roy. You seem to be a very interesting person.”
Golak Roy laughs loudly.
“Interesting person! Ha, ha, ha! Do you know what people call me? Weirdo, a man lacking common sense. And especially our Bengali friends call me *O bata pagol* (that man is crazy).”
Everybody laughs.
“I call myself a vagabond – a lifelong, single, talkative vagabond who talks about anything meaninglessly and eats about anything ravenously.” Golak Roy laughs aloud again. “I left my home town – a small town in Bengal – when I was 15. I lost my mother when I was only 4 years old. She used to call me Goltu, very lovingly; I still remember. My father married again and my life took a ruinous turn. Goltu got killed; my father started calling me *Golla* (zero). The family got infested with many kids who also didn’t like me. I became a real unwanted *Golla* in the family. So I left. Hey, look! We have reached the first site – Bibi ka Maqbarra.”

Bibi ka Maqbarra

“What is Maqbarra, Candida?” Priyanka has been silent for a long time and a bit shy too.
“Maqbarra comes from the Arabic word *Qabr* meaning ‘grave’. It is a grave with a monument for famous religious figures. You may call it a mausoleum.” Kamalika tries to make the answer as complete as possible knowing Priyanka’s nature of asking questions. “This is the tomb on the grave of Dilras Banu Begam or Rubia-ud-Durrani, wife of the Mughal Emperor Aurangeb.”

Situated at a distance of about 3 km from Aurangabad, the Maqbarra resembles the famous Tajmahal of Agra. As it is not as glamorous as the Taj, it is often called the Mini Taj of the Deccan. It stands in splendid beauty in the middle of a well planned Mughal garden. Ponds, fountains, broad pathways and bushy trees with bright orange-red blossom adorn the spacious garden. The magnificent marble dome in the center of the mausoleum is surrounded by four smaller domes with corresponding minarets in the corners. Four tall minarets stand gracefully in four corners of the main structure. This elegant white monument is visible from all directions. There is a small museum on the right side of the Maqbarra. It contains some of the most cherished possessions of Aurangeb. And on the left, there is a mosque. The name of the architect, Ataullah, is inscribed on the brass door of the entrance gate.

“The Maqbarra is smaller than the Taj; is that the only difference?” Priyanka asks.
Golak Roy comes close to Priyanka and says, “Apart from its smallness, the most obvious difference is one of proportions. For example, the pillars adjacent to the smaller domes are taller than those domes. In the Taj, they are just the opposite. Moreover, these pillars are bigger in diameter.”
“And it was constructed long after the Taj, ya?”
“Yes, started in 1653 or so and took a few years to finish.”

Bibi ka Maqbarra

"The Maqbarra looks like the Taj, but much less glamorous," Priyanka remarks.
"Certainly, Miss Priyanka. That's why it is called the Poor Man's Taj." Mr. Roy explains. "It was constructed by Muhammad Azam Shah, son of Aurangeb, in memory of his mother. Aurangeb granted only 700000/- rupees for this construction; the Taj Mahal's cost was 32 million rupees. So, that explains."
"The Taj Mahal stands as the shining emblem of the Mughal Empire of its glorious days and the Maqbarra as a symbol of its decline," Godadhar says looking at the Maqbarra in a pensive mood. "But it has its own charm and glory that give it a prestigious status in Aurangabad."

"Is Aurangeb's grave there inside the Maqbarra like Shajahan's in the Taj?" Priyanka looks seriously thoughtful.
"No, Miss Priyanka." Golak Roy explains. "Aurangeb's grave is in Khuldabad, about 20 some kilometer from here. And you know, Aurangeb's grave is a very ordinary one. The Emperor didn't want any marble monument shielding him from the sky."
Kamalika says, "There is an interesting legend about his grave. Aurangeb decreed on his deathbed that only the money that he himself earned be spent on his grave. That amount was only a few rupees coming from selling the caps that the Emperor himself stitched."

Daulatabad

Mr. Roy talks about planning the visits of the day. There are many interesting places and not all can be covered in one day's program. Daulatabad Fort will be seen from a distance instead of climbing the mountain and going around inside the Fort. It will be on the way to Ellora about 12 km from here. The car hits the road.
"I'm pretty sure this city was named after Aurangeb," Priyanka says looking smilingly at everybody.
Kamalika says, "Yes Priyanka, you're right. But there is some history behind it. Initially it was a small village named Khirki which was renamed as Fatehpur by the then king Fateh Khan. It was later known as Fatehnagar. In 1653, Prince Aurangeb was appointed as Governor of the Decan. He chose Fatehnagar as his capital and called it Aurangabad."

“Very interesting name changing history. I think it’s time they call it by some other name.” Priyanka’s humorous remark makes everyone laugh.

Daulatabad Fort

“As you said, there are many places of interest in Aurangabad, right?” Indra says.
“Besides the places you have in your program, yes, there are many more to see in Aurangabad.” Mr. Roy responds. “Aurangabad caves, Pitalkhora caves, Banu Begam Gardens, Himroo Factory, the city itself are some to mention.”
“So our next stop is Daulatabad, isn’t it?” Godadhar wants to talk about the program of the day. Kamalika speaks out instantly as though it were her subject to talk about and laughs.
“The name Daulatabad reminds me immediately of Muhammad Bin Tughlak.”
“What about Tughlak that makes you laugh?” Priyanka asks.
“He was a crazy king, almost proverbial. Although a very learned man, he took an unwise decision to shift his capital from Delhi along with its population, cattle and everything to Daulatabad. When it didn’t work after two years, he shifted back to Delhi again with everything like before. This caused a lot of misery for the people and a lot of loss for the country.”
“One has to be out of his mind to take such a decision.” Meenakshi joins in the conversation. Indra and Meenakshi very rarely participate in conversations. They give their attention to organization and execution of the plans and programs.
“Daulatabad must be a very attractive place,” Priyanka remarks.
“Yes, it is.” Mr. Roy says. “It was once known as Devagiri during the period of the Yadava dynasty. King Bhillama, a ruler of this dynasty, constructed a huge palace on the top of the Devagiri hill. After this dynasty, the Muslim rulers made Devagiri their capital and called it Daulatabad. They enhanced the grandeur of Daulatabad and turned it into a practically impenetrable fort.”

The driver stops the car in a convenient place from where one can have a good look of the fort on the top of the Devagiri hill. Mr. Roy gives some description about the fort. It was Malik Ambar, the then prime minister of Ahamadnagar, who constructed a magnificent palace on the hill top. There are mosques and beautiful gardens in this palace complex. He excavated a ditch around the hill to make it inaccessible to the enemy. The king of Golkunda was imprisoned in the Daulatabad fort after he was defeated by

Aurangeb. That's all for Daulatabad for today; hope you come back some other time to see the fort more closely on the hill top.

Grishneshwar Temple

"Now our next stop will be at the Grishneshwar Temple," Mr. Roy continues. "It's about 10 km from here. It's a Hindu temple dedicated to Lord Shiva and is well known as one of the twelve *Jyotirlingas*.'
Priyanka doesn't lose a second for asking questions.
"The name of the temple is such a big word – what is it? And Jyotirlinga?"
"I expected these questions Miss Priyanka; let me explain. " Mr. Roy goes on. Linga as you may know means emblem or symbol. So jyotirlinga is linga of light. That's for the meaning. A shrine where Lord Shiva is worshipped in the form of Jyotirlinga is called a *Jyortirlinga.* There are twelve such *Jyotirlingas* all over India, of which there are three in Maharashtra. One of these three is this Grishneshwar Temple. And yes, the name of this temple is a big word. It has a few other names too and equally big. Each name is associated with a legend.

Grishneshwar Temple

"I am sure one can find these legends in *Shiva Purans,*" Godadhar says.
"You're right," Mr. Roy continues. For example, the name Grishneshwar comes from the following story. I'll narrate it very briefly.

Once Parvati, consort of Lord Shiva, was mixing vermillion and saffron in her left palm. She was stirring the mixture by rubbing her right thumb on the palm. She wanted to put it on her hair parting. At this point, a miracle happened. The mixture started emitting bright light when Lord Shiva appeared and said that it was *Jyotirlinga* he had brought from where it was hidden, Parvati transferred this glorious light to a stone form of linga and installed it in this temple. She called this Linga '*Gharshaneshwar*'; *Gharshan* means rubbing. Grishneshwar is a derived form of Gharshaneshwar.

There is another legend – Mr. Roy goes on narrating – that is more popular among the local people. On a mountain called Devagiri, there lived a Brahmin scholar named Sudharma along with his wife Sudeha. They did not have a child; so Sudeha was very unhappy. She persuaded Sudharma to marry Ghushma or

Kusuma, her sister. Ghushma was a devout devotee of Lord Shiva. She used to perform routinely all daily rituals for worshipping her God. She gave birth to a baby boy. This happy event turned out to be too much for Sudeha to bear. Out of jealousy, she killed the little boy. Ghushma, extremely grieved by the loss of her child, did not break down. She continued her daily rituals and worshipping. Lord Shiva appeared before her and gave life back to her child, while the villagers were watching. Lord Shiva, pleased with her devotion, told her to ask for a boon. She requested Shiva to reside eternally in their village and be known after her name. Lord Shiva manifested himself in the form of *Jyotirlinga* and stayed there as Ghushmeshwar or Kusumeshwar.

"There is a beautiful temple. That must be it." Priyanka seems to be excited.
"Yes, that's it," says Mr. Roy. "Grishneshwar, here we come."

Ellora Cave no. 12

The yard in front of the temple is a market place. There are a few stalls, among others, that sell only the articles that one needs for worshipping. The temple appears gorgeous with beautiful carvings. There is a court hall built on 24 pillars that also have beautiful carvings on them. The temple was constructed by Chhatrapati Shivaji's grandfather Maloji Bhosale in the 16th century. He was the chief of the village Verul. It was later reconstructed by Ahilyabai Holkar in the 18th century.

Kamalika says, “I guess she is the same Rajmata Ahilyabai, Queen of the Malwa kingdom, who constructed the Kashi Vishwanath Temple as well as many other temples in India.”
“Absolutely, Madam,” Mr. Roy says. “It’s all her. And now we should proceed towards the world famous Ellora Caves. Are you ready?” Priyanka jumps with excitement saying,
“Yes, we are! Can’t wait any more for the best part of the tour.”

Ellora Caves

“Talking about the Ellora Caves,” Mr. Roy continues, “we must plan our visit. There are 34 caves and we cannot see them all. So we will restrict our visit to a selected few.”
“Sounds great,” Indra says.
“No! I want to see all the caves.” Priyanka sounds very disappointed.
“There is one sure way of doing this Priyanka,” Indra says. “You give a sweeping look from one end of the series of caves to the other and count them all; you will be happy and thank me.”

Intricate sculpture in Ellora Cave

“Stop teasing me baba. You’re always like that.” Priyanka is seemingly angry.
A few kilometers drive and there it is. A long stretch of hill with many caves comes to sight. In the front of the hill, there is a spacious green land with grass and a few trees. A great scenery with a vast treasure of art, history and architectural marvels waiting to unfold itself to the new visitors, as it has done to millions of them before. The Ellora Caves are a sequence of monuments excavated during the period from 6th to 12th century AD and are dedicated to the three faiths – Buddhism, Hinduism and Jainism. These caves boldly illustrate the creative excellence of the artists of ancient India as well as the spirit of religious tolerance that prevailed during this period of history.

The first 12 caves belong to Buddhism. They were constructed first before the other caves. These caves are mostly *Viharas* (monasteries). Some of them are huge multi-storeyed structures including living quarters, sleeping quarters, kitchens etc. There are carvings of Buddha, bodhisattvas in these caves. Mr. Roy says we will visit caves 2, 5, 10, 11 and 12 in this group.

Cave 16: Courtyard in Kailashnatha

The cave no. 2, although relatively small, looks very impressive. Its simple facade leads to a gorgeous interior that is supported by 12 square-based pillars. There are a number of carvings of Buddha of which some are with Bodhisattvas seated under trees. Cave 5 is the largest single-storeyed cave in this group. It's embellished with many wonderful carvings of which dwarfs dancing and playing on musical instruments are attractive. But the most famous is the cave no. 10, popularly known as *Vishwakarma*. It has a multi-storeyed, highly ornamental façade. Mr. Roy leads them to a cathedral-like hall and says,
"It's a *Chaitya* hall (shrine). And look at the end; do you see a Buddha statue? It's about 15 feet tall. But more spectacular is its ceiling. It has been carved in such a way that you get the impression of arched wooden beams. Isn't it wonderful?"
Caves 11 and 12 are also very big structures. Cave 11 is two-storeyed or *Do Tal* and 12 is three-storeyed or *Tin Tal*. There are images of Durga and Ganesh on the rear wall of cave 11. The upper levels of both these caves were used as residence by the monks. Mr. Roy says if you look carefully, you will notice that these two caves show a remarkable transformation in architectural style. According to some scholars, these caves belong to neither of the two popular schools of Buddhism called *Mahayana* and *Hinayana*, but to a third school, namely *Vajrayana*,. Godadhar strolls past the intricately carved walls on the second and third levels of cave 12. Standing amidst the exquisite carvings, he gets overwhelmed with an amazing feeling. The architectural splendour and artistic expressions are so imposing that the civilization of ancient India seems to have been brought back to life.

Cave 16: Kailashnatha

The next phase of caves is the so called Hindu caves or Brahmanical caves numbering from 13 to 29. This is a different class of caves that distinguish itself from the previous one by the fact that the calm contemplation of Buddhism has given way to the dynamism of Hindu mythology. These caves draw the most attention. Both historians and tourists show much interest in these caves. Godadhar says,
"The inclusion of some Hindu and Jain themes in Buddhist caves is remarkable. I wonder if it indicates kind of slow decline of Buddhism during this period."
"It's a wonderful observation, doctor," Mr. Roy says laughingly. "I'm sure the historians will agree with you." Mr. Roy selects only five must-see caves in this group, given the time available for the day. They are 14,15,16,21 and 29 of which the cave no. 16 is the most spectacular, he says.
Cave 14 distinguishes itself by four beautiful pillars in the façade. Inside, there is a wide *Pradakshina* (walkway) round the shrine. The magnificent carvings and sculptures tell a great number of mythological legends. Both *Shaiva* and *Vaishnava* themes are illustrated. One especially remarkable is the *Tandava* dance (dance of destruction) of Shiva. Kamalika points out to Priyanka the images of *Parvati, Bhringi, Brahma, Vishnu, Indra and Agni* surrounding Shiva. Another panel shows Vishnu in his heaven *Baikuntha* with *Lakshmi, Sita,* and four attendants. Cave 15 is popularly known as *Dashavatara* (ten Avatars). It tells numerous tales about the different Avatars of Vishnu. Shiva rides the divine chariot killing the demons and destroying their palaces.

Cave 16 is known as *Kailasha* (Mount Kailasha, the abode of Lord Shiva) or *Kailashnatha* (Lord Shiva). It is the climax, the magnificent masterpiece. It really stands out as the most spectacular among all the Ellora caves. It looks like a huge, muti-storeyed temple complex that justifiably deserves the name the Great Kailasha. It's hard to believe that it has been hewed out of one single rock.
"No wonder Ellora has been world famous for this largest monolithic excavation in the world," Godadhar says.
"You know," Mr. Roy says, "this temple complex was initially plastered in white to give it a look of the snow covered mount Kailash. Imagine how awesome it looked."
"It's already awesome, Mr. Roy," Godadhar says. "And with that snow looking plaster? That's icing on the cake. I guess I would get awe-struck with my unblinking eyes frozen at the sight."
Golak Roy laughs in his usual manner.

Kailashnatha with a Dhwajastambha in the center

The two-storeyed gateway of this cave opens to a U-shaped courtyard edged by columned galleries. This cave consists of a Shiva shrine, a flat-roofed Mandapa - called Nandi Mandapa - supported by 16 pillars, huge panels containing numerous sculptures of a variety of deities and two *Dhwajastambhas* (pillars with flagstaff). The sculptures illustrate the legends of Shiva and Vishnu and stories from the *Mahabharata* and the *Ramayana*. Kamalika says,
"The sculpture of Ravana attempting to lift mount Kailasha and that of Lakshmi being bathed by elephants with pots in their trunks are most beautiful."
"I love them all," Meenakshi says. "They are astounding."
"Me too," Priyanka says. "I like them all."
Godadhar, wonder-struck, says, "It's a magnificent show. I'm spell-bound and feel like I'm drawn deep into the show, while a charming, melodious harmony is being played by a great orchestra. It's such a brilliant feat of architectural and artistic creation! I guess, the artists themselves couldn't believe they created this."
Godadhar, mesmerized, keeps on looking all around. Kamalika shakes him up saying,
"Come on. You seem to be completely lost in the scenery as you always are."
"That's right. I want to be totally absorbed by this great scene of stunning beauty and be a part of it"
"Oh no! That'll spoil the whole show. You will look like an ugly crane among graceful swans."
Golak Roy comes forward and says,
"Now let the cranes and swans fly out of this cave and go for the next ones. Shall we?"

Indra wonders how long it might have taken to complete the excavation of this cave. "According to some documents," Mr. Roy says, "it took about 100 years. It could be an exaggeration. The beginning of the excavation is attributed to Krishna 1 of Rashtrakuta dynasty."
Cave 21 is known as *Rameshwara*. There is a court with Nandi in the middle and some shrines. The fine carvings of many deities and amorous couples are fascinating. In cave 29, there are carvings on walls depicting legends about Shiva, especially as destroyer.

“Cave 16, the Great Kailasha, charmed us so much,” says Kamalika, “that we felt like only walking through the last two caves.”
“That’s true,” Mr. Roy says. “Now you’ll see the Jain caves. They are kind of anti-climax, but are celebrated for peace and simplicity that they radiate.”
Cave 30 is known as *Chhota Kailasha* (small Kailasha); it’s a small but incomplete version of the Great Kailasha, decorated with carvings of Jain Saints and deities. Within the shrine, there is an image of *Mahavira*, the founder of Jainism, sitting on a lion-throne. Cave 32 is sometimes called *Indra Shabha* (Assembly Hall of *Indra*). There is a court in the upper level with numerous carvings of lions, elephants and *Tirthankars* (Jain Gurus). A fine carving of a massive lotus flower on the ceiling is remarkable.
“Why is a Jain cave called Indra Shabha?” Priyanka didn’t ask questions for a while; she was so absorbed in visiting. Her inquisitive mind stepped aside giving way to her heart to enjoy the wonderful sights to the fullest extent.
“Good question Miss Priyanka,” Mr. Roy says. “Probably one of the sculptures was wrongly identified as that of *Indra*.”
Cave 34 is a small one, but there is an aura of calm and peace. There is a shrine with *Mahavira* in the center.

Jain Cave

It is time to return to Aurangabad. Godadhar says,
“I have noticed that the sculpted figures in the Jain caves are less expressive; but that goes well with the simplicity and austerity preached by the religion.”
“That’s right doctor,” Mr. Roy says. “Every religion has left its characteristic mark. You must have noticed the opposite in the Hindu figures having all kinds of emotion.”
“It’s a great theme; I mean a conglomeration of religions in one place, displaying unity and solidarity. Don’t you think we should learn from it and readapt it for today’s world?”
“Absolutely, absolutely. I’m all for it. But my personal choice will be to do away with them.”

While boarding the car, Golak Roy suggests, “I would like to take you to one historic place with practically no glamour. It’s in the city, called Panchakki. Would you like to go?”
“But,” Meenakshi says, “we would like to go for some shopping, especially saree. I wonder if we will get time for all these.”
Mr. Roy laughs aloud.
“Don’t you worry at all. No visitor leaves Aurangabad without a Paithani Saree. There is a saree showroom of indisputable reputation on the way; we will go there first.”
“Is the Paithan town near by?” Indra asks.
“Not too near,” Mr. Roy says. “It’s about 50 km from here. You know, its original name was Pratishthana, which was the capital of the *Satbahana* dynasty. Now it’s famous for its sarees.”
“Ajanta caves were abandoned and forgotten for centuries,” Meenakshi remarks. “But Ellora, not too far from Ajanta, has remained in the limelight always. This contrariness puzzles me.”
“Location may be the answer.” Godadhar says. “Ajanta being located deep inside a wood was out of the way for local people as well as visitors, and so was lost to oblivion. Ellora’s location on the contrary is close to the trade routes and residential areas. Many travelers and royal people have been visiting these caves since as early as the 10^{th} century.”

After the saree shop, the car heads towards Aurangabad. Panchakki is only a kilometer from the city. It’s a very old concept of artificial water supply.
“In ancient India,” Mr. Roy says, “concept of artificial supply of water for the public did not exist. But it did in Iran and Egypt from where the Muslims imported it to India.” Panchakki, a 17^{th} century water mill, is especially known for its underground water channel that traverses about 8 km from a mountain. The channel is artificially made to end into a beautiful water-fall that powers the mill.

After a long day’s visit, no one is interested to get off the car to go close to the fall.
“It’s understandable,” Mr. Roy says. “But I will get down here saying goodbye to you. I have enjoyed your company very much; it’s beyond measure.’
After exchange of greetings and hand shaking, Mr. Golak Roy gets off the car. Godadhar looks back. Golak Roy waves his hand and says with his usual loud laughter, “please forget you ever met a weirdo like me.”
The car speeds up; the hotel is only a few kilometers away.

প্রদীপের নিচেই

নন্দিতা ভাটনগর

তখনও আমার কর্মজীবন শেষ হয়নি। ঘটনাটা সেই সময়কার অর্থাৎ ঘটেছিলো অনেকদিন আগে। কিন্তু আজও ভুলতে পারিনি। ঠিক সক্কাল বেলা কাজের ভূতে ঢেলা মারত আর ঊর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে যেতাম বাড়ি থেকে। কর্মস্থলটি ছিল শহরের কেন্দ্রীয় পাঠাগার। ঘটনাটা ঘটেছিল এখানেই বেশ কিছু বছর আগে।
তখন শরৎ-হেমন্তের রং বদলের পালা শেষ করে মেপল্ গাছগুলো পাতা ঝরিয়ে রিক্ত বেশে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে-বাতাসে কেমন একটা থম্‌থমে ভাব; তাপমাত্রাও নামতে আরম্ভ করেছে। বরফের দিন এলো বলে। এমনই একটা উজ্জ্বলতাবিহীন সকালে প্রথম আমার চোখ পড়েছিল বুড়ো মানুষটির ওপরে।

কাজে গিয়ে প্রথমেই যেতে হত মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকাগুলোর ঠিকুজী মেলাবার জন্য, পাঠকদের ভিড় শুরু হবার আগেই। ওঁরা এসে যে বৈঠকখানাটিতে বসেন, তারই দুদিকের দেওয়ালে থাকে সাজানো সারি সারি তাকে, বিভিন্ন ধরণের রংবেরঙের পত্রিকাগুলো। নানা ধরণের, নানা বয়সের মানুষদের দেখতে পেতাম এ জায়গাটিতে; তাঁদের পঠনরুচিও যে কত বিচিত্র! কেউ বসতেন ফাইন্যানশিয়াল পোষ্ট বা ওয়াল স্ট্রিট্ জার্নাল নিয়ে; কেউবা দেখতেন কেবল 'ভ্যোগ' অথবা 'ম্যাকল'এর প্যাটার্ন সংখ্যা। আবার দেখতাম স্কিন্‌হেডদের হাতে 'হটরড্' পত্রিকাটির বাহার, কিম্বা 'সেভেন্‌টিন' হাতে নিয়ে কিশোরীদের জটলা। বড়দিন আর থ্যাংক্‌সগিভিং-এর মরসুমে দেখতে পেতাম 'গুরমে' অথবা 'ক্যানেডিয়ান লিভিং' নিয়ে গৃহিণীদের কাড়াকাড়ি - নতুন রন্ধনপদ্ধতির সন্ধানে। বৃদ্ধ রোজ এসে বসতেন এইখানটিতেই। দেখতাম উনি আধময়লা স্যুট পরে এসে ঢুকতেন সকাল বেলায়; দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই! এদিক ওদিক ঘুরে হাতে তুলে নিতেন এক গোছা পত্রিকা। তারপরে গরম হাওয়া ঢোকবার একটা ভেন্টের সবচেয়ে কাছের চেয়ারে বসে পাতা ওল্টাতেন আপন-মনে। মাঝে মাঝে তাঁকে সরব স্বগতোক্তিও কানে আসত। লক্ষ্য করেছিলাম দূর থেকে - উনি কোন বিশেষ পাতায় আঙুল রেখে কথা বলতেন, এবং ওঁর ঘোলাটে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠত! আমার তখন থাকতো কাজের তাড়া, তাই খেয়াল করে দেখিনি কি পড়তেন উনি।

একদিন কোন পত্রিকার একটা বিশেষ সংখ্যার সন্ধানে গিয়ে পড়েছিলাম ঐখানে। দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে; বাইরে সেদিন প্রচন্ড শীত। বড়দিন আসতে আর মাত্র সপ্তাহখানেক বাকি। আগেরদিন রাত্রে বেশ কয়েক সেন্টিমিটার বরফ পড়ে সব সাদা হয়ে গেছে। চড়ুই আর পায়রা ছাড়া আর সব পাখীর দল উধাও হয়ে গেছে। সেই পাতাঝরা মেপল্‌গুলোর ধূসর, নগ্ন ডালে ডালে বরফের আস্তরণ। মনে হচ্ছিল কেউ যেন মোটা তুলি দিয়ে সাদা তেলরঙের ঘন আঁচড় লাগিয়ে গেছে রাতারাতি! দেখলাম, সেই বৃদ্ধ ঘুমে ঢুলে পড়েছেন চেয়ারে বসে। লক্ষ্য করলাম ওঁর পরণের স্যুটটা অত্যন্ত জীর্ণ; শীত কাটে বলে মনে হলনা। পায়ের জুতোজোড়ার অবস্থাও তথৈব চ। দাঁতবিহীন মুখখানা তুবড়ে গেছে; খুব সম্ভবতঃ দাঁত বাঁধাবার সামর্থ্য নেই। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফে অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে মুখখানা; কেমন যেন অসহায় দৈন্যে ভরা সমস্ত চেহারাটা ওঁর। এদেশে তখন আমার প্রায় হয়ে গেছে পঁয়ত্রিশ বছর। সেই বসবাসের অভিজ্ঞতা জানলো - ইনি নিশ্চয়ই ক্যানাডার ক্রমবর্দ্ধমান গৃহহারাদের একজন। স্থায়ী কোন ঠিকানা না থাকাতে ওয়েলফেয়ারের কর্তারা এঁকে দেখেও দেখেন না।

ওঁর কাছের তাক থেকে আমার পত্রিকাটি নিতে গিয়ে সন্তর্পণে উঁকি মারলাম; কী পড়েন বৃদ্ধ রোজ এসে?

দেখতে পেলাম, সবকটাই রান্না বা খাদ্যবিষয়ক পত্রিকা! বৃদ্ধের কোলের ওপরে খোলা রয়েছে ক্রিস্‌মাস্‌ সংখ্যা 'বন্‌-আপিতি'র পাতা। তাতে রয়েছে বিশেষ খাদ্য-সম্ভারে সাজানো একটা টেবিলের ছবি - নানা রঙে লোভনীয়। ওঁর মাথাটি হেলে পড়েছে একপাশে; অপরিস্কার নখ-না -কাটা তর্জনীটি রয়েছে একটি চমৎকার স্যুফ্লের ছবির ওপরে। আর ওঁর সামান্য খোলা ঠোঁটদুটোর ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে এসেছে এক ফোঁটা লালা!

সেপ্টেম্বর, ২০১১
অটোয়া।

** এই বছর আমাদের সবার হাতে সময় অত্যন্ত কম ছিল, তাই লেখিকা তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত এই লেখাটিই আমাদের ''লিপিকা''র জন্য দিতে চেয়েছেন। এটি আমাদের নিয়মের ব্যতিক্রম। **Lipika Editor**

একটু প্রেম আর কিঞ্চিৎ কুকুরের গল্প-সল্প

আদিত্য পদ চক্রবর্তী

কবিতা বা পদ্য মানেই যদি মিলের ব্যাপার স্যাপার হয় তা হলে কবিতা আর অবিনাশের মধ্যে এই এত গরমিল দেখা দিচ্ছে কেন?

অবশ্য মিল তো অনেক প্রকার হতে পারে। শব্দের মিল, ছন্দের মিল, ধানের মিল, মনের মিল - কোথায় যে গরমিল বোঝা বেশ কঠিন।

“বড়া যতন সে কাম, মিঠ্ঠু মিয়া নাম” - এটা তো বোঝাই যাচ্ছে শব্দের মিল - অবশ্য খটুয়া ভাষায়। তাতে কি হয়েছে - এতে দোষের কিছু দেখিনা আমি। “ঝিক্-ঝিক্ রেল চলে, ঝক্-ঝক্ ধোঁয়া উড়ে” - এখানে আবার শব্দের মিলের চেয়ে ছন্দের ই মিল দেখা যাচ্ছে বেশী। আর চালের মিল দেখতে হলে জানিনা কোথায় যেতে হবে - জামতাড়াই বোধহয় - খুবই তাড়াতাড়ি।

মনের মিল দেখতে হলে সেই কবিতা আর অবিনাশের বাসাতেই যেতে হয়েছিল আমাকে - গেলবার - হ্যাঁ, পূজার সময়েই তো !

গলায় গলায় - গলাগলি ভাবই তো দেখলাম বেশ। গলান ভাব - কিন্তু গড়ানো নয় - মানে ভাবটা গড়িয়ে যাচ্ছেনা - বেশ এক জায়গাতেই স্থির হয়ে আছে বলে মনে হল। কিন্তু চোখের দেখা আর কানের শোনাতেই গরমিল ধরা পড়ল।

অবিনাশকে বেশ হাসি-খুসিই দেখলাম। কিন্তু কবিতা - অর্থাৎ যিনি কিনা অবিনাশের অর্ধাঙ্গিনী - কেমন যেন গম্ভীর গম্ভীর ভাব।

গম্ভীর হওয়ার হেতু কি - সেটা অবশ্য আঁচ করতে পারলাম না একদম। নারীর মন - সখা শতবর্ষের ধন - এই রকম নাকি এটার কাছাকাছি কিছু দিয়ে বোধহয় কোন মহাপুরুষ নারীর

মনের বর্ণনা করেছিলেন। বেশী গভীরে যাব না - কিন্তু এটাই ধরে নিচ্ছি যে নারীর মন কোনো পুরুষের বোঝার সাধ্য নয়। আমার তো নয়ই।

যাই হোক আমাকে দেখে কবিতার ঠোঁটের কোনে খুব মিষ্টি একটা হাসির আভাস খেলে গেলো। অনেকটা যেন গভীর সাগরের ঢেউ তীরে এসে ফেনার বিস্তার করছে। কবিতার ভাবটা যেন অবিনাশকে কটাক্ষ কোরে বলছে - রোসো - তোমার কান্ড-কারখানা আজ রাঙ্গাদার কাছেই ফাঁস করবো।

আমি বলাই বাহুল্য - বেশ উৎসুক হয়েই শোনার অপেক্ষায় বসে রইলাম।

রাঙ্গাদা আগে চা করি - একটু টার সঙ্গে চা খেয়ে ধাতস্থ হয়ে বোস - তারপর তোমার গুণধর ভাইএর কান্ড-কারখানা তোমাকে বলব। শোনার পরে - মানে আমি বলব - আর তুমি শুনবে - আমি বলব - আর - আর - আর - বলতে বলতেই কবিতা প্রায় কেঁদে ফেলতে ফেলতে থেমে গেল। নাকি থামতে থামতেই কেঁদে ফেলল - ঠিক মনে নেই - সুতরাং হলফ্ কোরে কিছুই বলতে পারব না। কিন্তু এই টুকুনিই বলতে পারি - নারীর মনের গভীরে বেদনা সবকিছু ভেদ কোরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমি কিছুই বললাম না - আর ওদিকে দেখি অবিনাশও বেশ গুম হয়ে বসে আছে - ভবিষ্যৎ এর কথা চিন্তা কোরেই বোধহয়।

চা-টা খাওয়ার পর শুরু করল কবিতা। জান রাঙ্গাদা - অবিনাশের ব্যাপার স্যাপার? ও নাকি সেদিন বেরিয়েছিল - আর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধু জিজ্ঞেস করল - হ্যাঁরে - সেদিন তোকে এক অপরূপা সুন্দরী মহিলার সঙ্গে ট্রামে উঠতে দেখলাম? কে রে সেই মহিলা? আর তোমার গুণধর অবিনাশ তার বন্ধুকে কি বলল জান? বলল - আরে না না, ও মহিলা হতে যাবে কেন - ও তো আমার স্ত্রী! বন্ধু নাহয় আমাকে কোনোদিন ও দেখেনি - তাই বোলে আমি কি মহিলা নই? তুমিই বল রাঙ্গাদা- রাগ হয় না এতে?

প্রেম, অভিমান এবং অনুতাপের আলোচনা থেকে আমরা এবার একটু সা রমেয়র ব্যাপারে যাবো। সারমেয় যেই - বাঘা কুকুরও সেই - আবার নেড়ী কুকুরও তাই। কুকুরের চেয়ে মানুষের বেশী আপন এবং নিকট আর কেই বা আছে জগতে?

খোকাকে পড়াতে নতুন মাস্টারমশাই এসেছেন বাড়িতে। মাস্টারমশাই বসার ঘরে ঢুকে দেখলেন বাড়ীর বাঘা কুকুর ঘরের কোনায় ন্যাতার মতন পড়ে আছে - কোন ভ্রূক্ষেপই করল না

মাষ্টারমশাই কে দেখে। বাঘা কুকুরের এই রকম ভাবে পাপোষের মতন পড়ে থাকতে দেখে নতুন মাষ্টারমশাই ভাবলেন বাঘার বোধহয় শরীর খারাপ কিংবা বয়সের ভারে জর্জরিত। যাই হক্, খোকার মা মাষ্টারমশাই কে প্লেটে করে বিস্কুট এবং চা এনে দিলেন। প্লেট আর চা টেবিলে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘা একটু চনমনে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপরেই গর্-গর্ কোরে মৃদু প্রতিবাদ কোরেই ভীষন ভাবে ঘেও-ঘেও করে গর্জন করতে লাগল। সেই ঘেও-ঘেও গর্জনে কান ঝালাপালা। খোকার বাবা একটু কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়লেন। খোকা বাঘাকে থামাবার চেষ্টা করল -- কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। বাঘা বীরবিক্রমে চিৎকার করে যাচ্ছে সমানে। নতুন মাষ্টারমশাই কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার। বাঘা তো বেশ নিজের মনেই চুপচাপ ছিল - এখন হঠাৎ কি হল ওর। খোকা একটু মুচকি হেসে বললো - মানে যখনই ওর থালায় কাউকে খেতে দেওয়া হয় - বাঘার ভারী রাগ হয়। ও আসলে নিজের জিনিস কাউকে দেওয়া মোটেই পছন্দ করেনা। তাই শুনে নতুন মাষ্টারমশাই খোকাকে পড়াতে রাজী হয়ে ছিলেন কিনা জানিনা - কিন্তু আমি হলে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর বাইরে পা রাখতাম।

বাঘা থেকে অবাঘা আরেকটা কুকুরের ব্যাপারে যাই আমরা। “ঝামেলা” যেন আর একদম ঝামেলা না করে - এই আদেশই দিলেন আদালতের জজ সাহেব ঝামেলার মালিককে। এখন আপনাদের অবগতির জন্য জানাই যে ঝামেলা আর কেউ নয় - সে হলো মনতোষবাবুর পেয়ারের নেড়ী কুকুর - আদর করে যাকে ডাকা হয় ঝামু বলে। এখন মনতোষবাবু এবং তা র ভাই পরিতোষবাবুর মধ্যে ঝগড়া লেগেছে এই ঝামেলাকে নিয়ে। ঝগড়ার জল গড়াতে গড়াতে গিয়ে হাজির হয়েছে আদালতে। ঝামেলা এক নিরীহ গোবেচারা খয়েরী রঙের নেড়ী - ছোটবেলায় মনতোষবাবু তাকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন রাস্তার ধার থেকে। ঝামেলা সারাদিন কোনায় বসে ঘুমোয় আর বাটিতে দুধ দিলে চুক-চুক করে খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। কোন তেজ নেই, কোন গর্জন নেই - আর বেড়াল, কাক, পাখী কিছু দেখলে মিট-মিট করে দেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু এমনতর নিরীহ ঝামেলার কি যে হয় -- পরিতোষবাবুকে দেখলে একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। তখন তার যে কি ভীষণ বিক্রম - যেন কামড়ে ওঁকে একেবারে শেষ করে ফেলবে। আর ঠিক এই নিয়েই অভিযোগ পরিতোষবাবুর। তাঁর দাদা মনতোষবাবু নাকি ঝামেলাকে লেলিয়ে দেয় ভাইএর দিকে - উদ্দেশ্য ভাইকে পৈতৃক বাড়ি থেকে বাড়িছাড়া করে একলাই বাড়ি জবর-দখল করা। বুঝতেই পারছেন যে দুই ভাইয়ে বনিবনা নেই। দাদা বলেন বাড়িটা ওঁর নামেই লে খা আছে - নাকি পূর্বপুরুষরাই একেবারে পোস্টাপিসের স্ট্যাম্পমারা কাগজে সই করে দিয়েছেন আর

তাই বাইরের লোকজন দেখলেই ঝামু রে রে করে তেড়ে যায়। ভাই বলেন - কুকুর দিয়ে আমাকে বাড়িতে ঢুকতে না দেবার ধান্ধা! দেখ লেঙ্গা।

আদালতে পরিতোষবাবু নালিশ করেছে তার দাদা মনতোষের নামে। আগেরদিন নাকি ঝামু ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটাকে আঁচড়েকামড়ে রক্ত বার করে দিয়েছে। এ রকম সাংঘাতিক কুকুরের জেল হওয়াই উচিৎ। কামড়েছে - না হাতি, বললেন মনতোষবাবু, একটু গরগর করেছিল বটে কিন্তু কামড়ায়নি মোটেই ধর্মাবতার। যাই হোক, হাইকোর্টের জজসাহেব রায় দিয়েছেন যে ঝামুকে বেঁধে রাখতে হবে এখন থেকে। শুধু তাই নয় কুকুর হইতে সাবধান নোটিশবোর্ডও টাঙাতে হবে বাড়ির সামনে। রায় শুনে পরিতোষবাবু খুবই খুশী - এবার বোঝা যাবে কত মাংসে কত হাড়! আর মনতোষবাবু যে কি বেজায় খাপ্পা - দেখে নেব, সুপ্রিমকোর্টে যাব, চালাকি পেয়েছে! আমার ঝামুর গায়ে এতটুকু কেউ হাত দিলে দেখে নেব - ঝামুকে লেলিয়ে দেব!

প্রায় একটু প্রেমের ধার ঘেঁষা গল্প দিয়েই লেখার পালা সাঙ্গ আজ।

খুবই প্রেমশানিত মিষ্টি গলায় গিন্নি জিজ্ঞাসা করলেন - হ্যাঁগো, এই যে তুমি সকাল আটটায় বেরিয়ে যাও কাজে - আর ফেরো সেই রাত আটটায়। কি করো এতক্ষণ আপিসে বসে? সত্যভাষণে খুব একটা পটু নন এই পতিদেব। কিন্তু এক্ষেত্রে ক্ষণিক দুর্বলতাবশতঃ সত্যিকথাই বলে ফেললেন ছোট্ট করে - কিছুই না। গিন্নি খুব একটা বিচলিত হলেন না, কেবল আরোও মধুর কণ্ঠে বললেন - কিছুই যদি না করো তাহলে বোঝ কেমন করে যে কাজ শেষ হয়েছে আর বাড়ি ফেরার সময় হল?

টুকরো টুকরো স্মৃতি (তৃতীয় পর্ব্ব)

বেণু নন্দী

তাগিদ এসেছে শারদীয়া "লিপিকা"তে কিছু লেখা দেবার জন্যে। ভাবলাম বয়স হয়েছে - আর বেশী ছ্যাবলামোর দিকে না যাওয়াই ভাল। তাই এক নির্জ্জন দুপুরে ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম - দুটি সৌম্যমূর্ত্তি ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে - ছোটবেলায় কত কাছে তাঁদের পেয়েছিলাম - তখন কি কখনও ভেবেছিলাম - কি সৌভাগ্য আমাদের যে তাঁদের এত নিকট সান্নিধ্যে আমরা আসতে পেরেছি? তাঁদের স্নেহ, ভালবাসা ও আশীর্বাদ পেয়েছি?

আজ আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যালমশাই ও শ্রীভূতনাথ পন্ডিতমশাইএর কথাই বলব।

ভাগলপুর থেকে প্রায় ত্রিশ/চল্লিশ মাইল দূরে মন্দারপাহাড় ও বংশী সহর। আমাদের ধর্মপুস্তকেও কথিত আছে বাসুকী মন্দারপাহাড় মন্থন করে অমৃত আনেন। সেই পাহাড়ের বুকে বাসুকীর মন্থনের চিহ্ন বা ছাপ অনেক ভ্রমনকারীরাই দেখতে যান। অনেক আগে মন্দারপাহাড়ের চূড়ায় মধুসূদনজীর মন্দির ছিল - পূজা ইত্যাদি হত - অনেকে মানৎ ও করতেন। পরে মধুসূদনজীকে মন্দারের পাদদেশে বংশীতে মন্দির তৈরী করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

বংশী ও মন্দারপাহাড় খুবই সুন্দর জায়গা - যেমন আবহাওয়া তেমনই প্রাকৃতিক দৃশ্য - শস্যশ্যামলা -ধানের ক্ষেত - বাঁধান সড়কের দুধারে সারি সারি শাল, মহুয়া, পলাশ ইত্যাদি গাছ। কাছেই বাগডুম্বা বা মধুসূদননগর - ছোটোখাটো একটা বসতি। মন্দারের তখন স্বাস্থ্যকর জায়গা হিসেবে খুব নাম।

ভাগলপুরের খুব কাছেই এত সুন্দর এক জায়গা থাকায় কোন ছুটিছাটা হলে বাবা প্রায়ই আমাদের নিয়ে বাগডুম্বায় চলে আসতেন। আমরা থাকতাম অরুণবাবুর বাড়ীতে ভাড়া নিয়ে। আরো একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল সেখানে - ভূপেনদাদুর আশ্রম। সরস্বতীপূজোর সময় বিশেষ করে - কারণ সে সময় ভূপেনদাদুর শিষ্যেরা বিরাট ঘটা করে ওঁর আশ্রমে ভান্ডারা দিতেন।

ভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যালমশাই সুবিখ্যাত ক্রিয়াযোগী শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ীর শিষ্য। যতদূর মনে পড়ে,ভাগলপুরের কোন এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোককে ভূপেনদাদু আশীর্বাদ করে ভাল করে দেওয়ায়

তিনি বাগডুম্বায় শ্বেতপাথরের জোড়ামন্দির তৈরী করে দেন। তাদের একটিতে ভূপেনদাদুর গুরুদেব শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশায়ের মূর্ত্তি আর অন্যটিতে শ্বেত শিবলিঙ্গ। মন্দিরের কাছাকাছিই ভূপেনদাদুর বিরাট আশ্রম গড়ে ওঠে। গুরুকুল প্রতিষ্ঠিত হয় - গুরুকুলে ছোট ছোট শিশুদের বেদ অধ্যয়নের ব্যবস্থা হয়। সরস্বতীপূজোর সময় প্রতি বছর ভূপেনদাদু বারাণসী অথবা কোলকাতা থেকে চলে আসতেন ওঁর পুরো পরিবারকে নিয়ে - সঙ্গে বহু শিষ্যের দলও আসতেন। বিরাট ভান্ডারা লাগতো। ভূপেনদাদুর অনেক ধনী বাঙালী শিষ্যেরা বাগডুম্বায় ক্রমে অনেক ছোট ছোট ফুলে ফলে ভরা বাংলোও তৈরী করে ফেলেন।

বাবার কাছে শোনা - ভূপেনদাদু ও আমাদের ঠাকুমার ভাই - বাবার ছোটমামা - ছোটবেলায় আমাদের ভাগলপুরের বাড়ীতে বেশ কিছুদিন ছিলেন। আমাদের ঠাকুরদা তখন গৃহী হয়েও সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করতেন। তিনি একাহারী ছিলেন ও ভাগবতপাঠ করে সময় কাটাতেন। ঠাকুরদার জীবনচর্যা ভূপেনদাদু ও আমাদের দাদু অর্থাৎ বাবার মামা দুজনকেই প্রভাবিত করে এবং তাঁরা ছোটবেলা থেকেই কৃচ্ছসাধন অভ্যাস করেন যথা কম্বলের ওপর শোওয়া, মাথায় বালিসের বদলে ইঁট দেওয়া ইত্যাদি।

আমাদের ঠাকুরদা খুব উদারপ্রকৃতি ছিলেন। কেউ শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাইলে উনি দিতেন না, বলতেন যে তাঁর গুরু হবার ক্ষমতা নেই। একজন কেউ অব্রাহ্মণ ওঁর কাছে পৈতে গ্রহণ করতে চাইলে উনি তাকে বলেছিলেন - ব্রাহ্মণের গলায় পৈতে এখন দড়ি হয়ে গেছে - তুমি কি শখ করে গলায় দড়ি দিতে চাও? এহেন ব্যক্তির ছায়ায় ভাগলপুরের বাড়ীতে ভূপেনদাদুর ছোটবেলা কাটে। ঠাকুমাকে দিদি ডাকতেন বলে উনি বাবার ভূপেন মামা - আর আমাদের ভূপেনদাদু।

আগেই বলেছি উৎসবের দিনে - বিশেষ করে সরস্বতীপূজোর সময় আমরা বাগডুম্বায় চলে আসতাম। হাসি তার হারমোনিয়াম, গানের খাতা আর আমাদের ভাই শৈলেন তার ডুগি তবলা নিয়ে - কারণ জানি ভূপেনদাদুর কাছ থেকে ডাক আসবে হাসির ভজনগান শোনার জন্য। উনি খুব মজা করে হাসিকে বলতেন একজন ফরাসী লেখকের উল্লেখ করে তোকে যে আমি বিয়ে করব সে তো তোর কাছ থেকে গান শেখার জন্যই। নেহাৎ নাতনীকে দাদুর ঠাট্টা আরকি!

ভাগলপুরের মহিলা কলেজের সংস্কৃতের প্রোফেসর হিরণদি - হিরণ্ময়ী সেন - ও ইতিহাসের প্রোফেসর কল্যাণী দি - কল্যাণী বোস - দুজনেই ভূপেনদাদুর কাছে দীক্ষা নেন।

ভূপেনদাদু আমাদের এত ভালবাসেন দেখে ওঁরা দুজনেই আমাদের বলেন - তোমরা ওঁর কাছে দীক্ষা নিচ্ছ না কেন! তোমাদের এত ভালবাসেন? কি জানি - কেন নিইনি। এখন তার কোনো জবাব পাইনা।

এবারে ভূতনাথ পন্ডিত মশায়ের কথায় আসি। ভূতনাথ পন্ডিত মশাই ছিলেন ভাগলপুরের জেলা স্কুলের সংস্কৃত ও বাংলার শিক্ষক। বাবা, জ্যেঠা, কাকারা ছোটবেলায় এখানেই পড়েছেন। ছয় ফুট লম্বা, আজানুলম্বিত বাহু - সচরাচর দেখা যায় না - আর পান্ডিত্যে ভরা। তখনকার দিনে স্কুলের শিক্ষকদের কিইবা মাইনে ছিল - তাই বেশ অর্থকষ্টের মধ্যে দিয়ে ওঁর জীবন কাটে। কিন্তু সদা আনন্দময় মূর্ত্তি। গঙ্গার ধারে ওঁর ছোট্টো বোধহয় মাটিরই বাড়ি ছিল। ওঁর দৈনন্দিন পূজো ছিল - সূর্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় খোলামাঠে দাঁড়িয়ে সূর্য্য প্রণাম মন্ত্র পড়ে সূর্য্য প্রণাম - ঠিক নামাজ পড়ার মত ভঙ্গিতে। আর উনি আমাদের সকলকে বলতেন সূর্য্য প্রণাম করো - তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা। একটা ছোট ঘাস পর্য্যন্ত সূর্য্যরশ্মি ছাড়া জন্মাতে পারেনা - বাঁচতে পারেনা। ওঁর আরো একটা ক্ষমতা ছিল - কারুর মুখ দেখেই উনি তার ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যত বলে দিতে পারতেন। স্কুলের ছেলেদের উনি খুব ভাল বাসতেন। ছেলেরা কিন্তু ওঁকে ভীষন ভয় করত - কখন কার মুখ দেখে উনি বলে দেবেন - কে কখন কি দুষ্টুমী করেছে - কার বাগানে গিয়ে আম চুরি করে খেয়েছে ইত্যাদি। ক্লাসে ঢুকেই কোনো একটা ছেলের দিকে হাতের ছড়ি নির্দ্দেশ করে বলতেন You Stand up on the bench বলে তার কীর্ত্তি ফাঁস করে দিতেন।

বাবা, কাকা, জ্যেঠারা সবাই ভাগলপুরের স্কুল শেষ করে কলকাতায় পড়তে যান। বললে গর্ব্ব হয় - তখনকার দিনে আমার বাবা কাকা জ্যাঠারা সবাই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন - ডেপুটি কমিশনার, কমিশনার, উকিল, ডাক্তার ইত্যাদি হন।

ঠাকুরদার ভাগলপুরে বাড়ী ও কিছু জমিজমা থাকায় ঠাকুরদার দেহ রাখার পরে বাবা ওখানেই প্র্যাকটিস করবেন ঠিক করলেন - সেই সূত্রে আমরা সব ভাগলপুরিয়া হলাম।

একান্নবর্ত্তী পরিবার থাকায় ছুটিছাটায় সবাই কোলকাতা থেকে ভাগলপুরে চলে আসতেন। ঠাকুমা তো গরমের সময় আম, কাঁঠাল খাবার জন্য আসতেনই। আর কোন পালা-পার্ব্বণে ব্রাহ্মণভোজনের দরকার হলে ভূতনাথ পন্ডিতমশাইকে যত্ন করে খাওয়াতেন। তাই স্কুল থেকে অবসর নেবার পরেও বেশ অনেকদিন বাবা, কাকা, জ্যাঠাদের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ ছিল। ওঁরা কোলকাতা থেকে এলেই ভূতনাথ পন্ডিতমশাইকে প্রণাম করতে যেতেন সিধে নিয়ে। ওঁদের হাতে সিধে দেখলে উনি বলতেন তোরা কি করে জানলি আজ আমার বাড়িতে চাল নেই। বাবা সময় পেলেই ওঁকে প্রনাম করতে গিয়ে

চাল, ঘি, ফলমূল ইত্যাদি দিয়ে আসতেন। বাড়ীতে কারুর অসুখ বিসুখ করলে বাবা ভূতনাথ পন্ডিত মশাইকে বাড়ীতে এনে বলতেন আশীর্ব্বাদ করতে। উনি একটা প্রদীপ জ্বেলে, ধূপ জ্বেলে যে অসুস্থ্ তাকে আরতির মত করতেন। এখন আমার মনে হয় উনি যে অসুস্থ্ তার অন্তর দেবতা কে পূজো করতেন - আর সত্যি সত্যি সে ভাল হয়ে উঠতো।

একবার মনে আছে - উনি কোনো একটা উপলক্ষে আমাদের বাড়ী আসেন - আর আমার মেজ ভাই কে দেখে - সে তখন সবে বছর তিনেক হবে - একেবারে লাফিয়ে উঠে বলেন - আরে এই বুঢ্ঢা মিউজিসিয়ন কে তোরা কোথা থেকে জোগাড় করলি - এ যে একেবারে একসো বছরের বুঢ্ঢা মিউজিসিয়ন - ব্যস ঐ পর্য্যন্তই।

এ দিকে আমাদের বাড়ীর বড় বৈঠকখানায় ফরাসের ওপর গান বাজনার যাবতীয় সরঞ্জাম যেমন হারমোনিয়াম, তানপুরা, জ্যেঠার বাঁয়া তবলা সব রাখা থাকতো। ছোট্ট শৈলেন মাঝে মাঝে ঐ ঘরে ঢুকে তবলায় চাঁটি মারতো। ও বেশ জানতো ওটা ওর নিষিদ্ধ ঘর ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন শেষ হবো হবো - কিন্তু তখনও টাকার দরকার - তাই ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট এঁরা ঠিক করলেন টিকিট করে ফাংসান করে কিছু টাকা উঠিয়ে রেডক্রস কে দেওয়া হবে। ছোটোবেলা থেকেই হাসির বেশ নাম হওয়াতে ওঁরা ঠিক করলেন আমাদের বড়ীতেই অন্যান্যরা এসে রিহার্সাল দিক। একদিন হয়েছে কি রিহার্সাল দিতে বেশ দেরী হয়ে যাওয়ায় যিনি তবলা বাজাচ্ছিলেন তিনি চলে যান। তখনও নীলাদির গান বাকি - হাসির গান বাকি। কি করা যায় - বাবা তখন দুষ্টুমি করে তবলাটা একটু ঠেলে দিয়ে শৈলেন কে বললেন- তুই একটু টেরে টক্কা করে দে হাসির গানটার সঙ্গে। শৈলেন দ্বিরুক্তি না করে ছোট্ট বেতের টুলটা টেনে এনে ওর ওপর বসে গেল তবলার সামনে। ছোট্ট টুলটায় বসলে তবে ওর হাত তবলায় পৌঁছায়।

হাসির গান ওর বহুবার শোনা - তাই বেশ তালেতালে শৈলেন তবলার ওপর চাঁটি মেরে বাজিয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট একেবারে হৈ হৈ করে উঠলেন। ম্যাজিস্ট্রেট নিজেও লখনউতে ক্লাসিকাল গান শিখেছিলেন । তিনি বললেন - This boy must be in the programme. বাবা বললেন - Are you mad? He does not know how to play on table. বাবার কথায় ম্যাজিস্ট্রেট বললেন – I know but he has a পাক্কা লয়। তারপর বাবাকে বললেন ওর জন্য তবলচির পোষাক করিয়ে দিতে - মাথায় পাগড়ী, পাজামা আর শেরওয়ানী।

বলা বাহুল্য স্টেজে ভাইবোনে একেবারে মাতিয়ে দিল। শৈলেন তবলায় সোনার মেডেল পায় আর হাসি গানে। তারপর বাবার ওপর চাপ - ছেলেকে তবলা শেখাও। ভাগলপুরের মত ছোট জায়গায় যা সম্ভব হয়েছিল বাবা তাই করেন। শৈলেন খুব ভাল তবলা বাজাতে শেখে।

অনেকদিন পরে হাসি তখন মহিলা কলেজে মিউজিকের প্রফেসর। ওদের ডিপার্টমেন্টের বাৎসরিক উৎসব প্রায় এসে গেল। হাসির ইচ্ছে পন্ডিত বিনায়করাও পটবর্দ্ধনজী গান গাইতে আসেন এই উপলক্ষ্যে। প্রিন্সিপাল সারদাদেবীকে জানাতে উনি বললেন যে পাঁচশ টাকার বেশী দিতে পারবেন না। হাসি আর কি করে - পন্ডিত পটবর্দ্ধনজীকে এ কথা জানিয়ে অনুরোধ করে ওদের কলেজে গান গাইবার জন্য। উনি সহজেই রাজী হয়ে গেলেন কেননা হাসি তখন পটবর্দ্ধনজীর পুনের মিউজিক কলেজের সঙ্গীতবিশারদ পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। আর উনিও এদিকে কোন সম্মেলনে এলেই ওকে শিখিয়ে যেতেন।

ভাগলপুরের সঙ্গীত মহলে এ খবর যখন রাষ্ট্র হয়ে গেল যে পটবর্দ্ধনজী গান গাইতে আসবেন - তখন প্রশ্ন উঠল ওঁর সঙ্গে সঙ্গত কে করবে! ওখানে মিশ্র পরিবার সঙ্গীতে সর্বদা যুক্ত থাকতেন। তাই হয়তো ওঁদের মনে হয়েছিল হাসি ওঁদের যোগাযোগ করবে পটবর্দ্ধনজীর সঙ্গে সঙ্গত করার জন্য। অবশ্য পরে পটবর্দ্ধনজীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনার সময় উনি বলেন যে শৈলেনের পাক্কা লয় - এবং ওই সঙ্গত করবো

মনে পড়ে গেল ভূতনাথ পন্ডিতমশায়ের কথা - এ যে একশো বছরের বুঢ্ঢা মিউজিসিয়ন - এ কে তোরা কোথায় পেলি?

পড়াশোনা শেষ করে কার্য্যোপলক্ষে শৈলেন পরে বম্বের কাছে অম্বরনাথে যায় এবং পান্নালাল ঘোষের বড়ভাই ভারতবিখ্যাত তবলচি নিখিল ঘোষ ও কোলকাতায় জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ছাত্র শংকর ঘোষের কাছে তালিম নেবার সুযোগ পায়। এঁরা দুজনেই তার লয়ের ওপর দখল দেখে প্রশংসা করতেন। শৈলেনের তবলালহরা শুনবার মত। তবে তবলা বাজানো কোনদিনই সে পেশা হিসাবে নেয়নি।

আমাদের ভাইবোনেদের জীবনে ভূপেনদাদু, ভূতনাথ পন্ডিতমশাই- এঁদের ভালবাসা- এঁদের আশীর্ব্বাদ প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা অনুভব করি।

প্রাচীন কাব্যতত্ত্ব

পূর্ণা চৌধুরী

"কাল ও-কথা বলেছিলাম না কি?
হতেও পারে, আজ সেটা মানছি না।
কাল যে-আমি ছিলাম, প্রমাণ করো
আজও আমি সেই আমিটাই কি না।"

জলের কাছে হাতটা নিয়ে দেখো:
একটুখানি চলকে পড়ে নাকি
মুখের কাছে একটা মুখের ছায়া
আঙ্গুল শিকড়, দুই হাতে মুখ ঢাকি।

আকাশবাড়ি সত্যি বলেই মেনো
মাঝে মাঝে উড়াল দেওয়াই বা কি?
শালগ্রাম আর কাজল কালো নুড়ি
একই কথা সেটাও জানোনা কি!

চোখের মাঝে জল তো তোমার আছেই
নতুন দেশে এবার যাবার পালা
কিন্তু আছে মুখপুড়ি এক মেয়ে,
ডুরে শাড়ির বড্ড বিষম জ্বালা!

এসব নিয়ে কাব্যি করার তরে,
সময় আমার নেইকো হাতে মেলা --
আগুনখাকী ডুবছে দীঘির মাঝে,
চুলের মুঠি ধরেই তাকে তোলা ।

ফিরে এসো তুমি একবার

(কবিগুরুর ১৫০তম জন্ম বার্ষিকীতে নিবেদন)

অমর কুমার

হে রবীন্দ্রনাথ
তোমাকে শাশ্বত প্রণাম-
নতুন প্রজন্ম পড়ে না কবিতা
গায় না তোমার গান,
মহিমা তোমার চায় না জানতে
দেয় না যোগ্য মান ॥

নিষ্প্রাণ, ওরা যন্ত্রমানব
মেটালিকা শোনে অষ্টপ্রহর
অস্থির-মতি, প্রকৃতি-বিমুখ
টিভি, ইন্টারনেট নিয়ে থাকে যে বিভোর।
স্বরচিত সংলাপ, ওরা বলে মোবাইলে
আলাপ, প্রলাপ সবইতো ই-মেলে,
‘টেকস্ট ম্যাসেজে’ থাকে না তোমার সুরবাণী
আগত প্রজন্মকে দিয়ে গেছ যা কবিতা ‘১৪০০ সালে’ ॥

সবে মিলে আজ স্মরিগো তোমায়
রাখি অনুরোধ চরণে তোমার
এসো এসো ফিরে কবি রবীন্দ্রনাথ
বাংলার বুকে আর একটিবার,
নতুন যুগের নবপ্রজন্মকে যাও দিয়ে উপহার
তোমার আর একটি রত্নভাণ্ডার ॥

উষ্ণায়ন

মাভিন ঘোষ দত্ত

ধরা তুমি দাও না ধরা তুচ্ছতায়।
যুগান্তের অবহেলাকে কর হেলা, অবহেলায় -
শুধু উদার সুন্দর গভীর শান্তি, সময়ের প্রতীক্ষায় ...

রাখতে চায় তোমারই মত নীরব করে ;
ভাবে কমজোরী ওরা, রাখ দাবিয়ে ...
মর্যাদা ওদের ? কেন ? কী নিদারুন কার্পণ্য !

প্রতিবাদ ? অত্যাচার, কপটতা, মিথ্যাচারের ?
দুঃসাহস ! কাড় সব, ছোটাও কালি, তাড়িয়ে দাও,
করাও নগ্ন দৌড় ; দাও চরম লাঞ্ছনা, হোক আত্মঘাতী।

শুভচেতনা ? শেষ করো নির্বিশেষে।
যেমন তোমায় মুড়ে দিয়েছে বিষাক্ত হিংসার কার্বন-ডাই-অক্সাইড ...
সূর্যের তেজ আড়াল করা আবরণ ছিঁড়ে দিয়েছে সভ্যতা দুঃশাসন।

সহজ সুন্দর সবুজ জীবনকে ফেলে, উপড়ে গজিয়ে উঠে অট্টালিকার দম্ভ।
দিগভ্রান্তেরা মত্ত ধ্বংসসাধনে - লালিত হয় উষ্ণায়ন ...
হ্যাঁ, এ এক অস্বস্তিকর সত্য !

তোমার দীর্ঘকালের প্রতিবাদ কী রূপায়িত উষ্ণায়নে ?
পাল্টে দিচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম ।
পারে না পাল্টাতে আমাদের চেতনা ?

পারে না কী ফেরাতে আমাদের চেতনা ?

লিপিকার জন্য

জয়ন্তী রায়

সকালে উঠিয়া আমি আমন্ত্রণ পাই
শারদীয় লিপিকায় লেখা চাইই চাই।

ছোট্ট মোদের পত্রিকাটি, লেখক বেশী নাই,
উদ্যোগীদের তবু সেটা প্রকাশ করা চাই।
প্রকাশ করে মাছি তাড়াও পাঠক পাওয়া ভার,
সকাল সন্ধ্যা কাজের মাঝে সময় আছে কার?
লেখা চাই, লেখা দাও, বার্তা গেল রটে,
যাকে দেখি তাকেই বলি লেখা দেবেন বটে?

বিনয়ীরা হেসে বলেন, লিখতে পারি নাকো,
আমরা বলি ভয় পেয়ো না, যা মনে হয় লেখো।
কেউ বা বলেন বাংলা লেখা শক্ত ব্যাপার বড়,
আমরা বলি, তুমি কি ভাই ইংরিজিতে দড়?
লেখো তবে সেই ভাষাতেই চিন্তা নেইকো কোন,
হাতে ধরি, মোদের কথা একবারটি শোন,
আমতা করে বলেন তাঁরা, ইংরিজি তো জানি
বিষয়বস্তু কেমন করে মনের কোনে আনি?
জীবন জুড়ে চারিদিকে যা কিছু সব দেখলে,
সেখান থেকে এটা ওটা নিয়ে কিছু লিখলে।
দেখবে তুমি দাঁড়িয়ে যাবে কবিতা ও গল্প,
প্রবন্ধ আর রঙ্গব্যঙ্গ সেও কিছু নয় স্বল্প।
লিখতে যদি না পার তো লিখো নাকো তবে,
কম্পিউটারে পড়বে কিন্তু, সময় যখন পাবে।

আজে বাজে বকতে বকতে সময় গেল বয়ে,
লেখা দেব এই কথাটি দিয়েছিলাম কয়ে।
কথা রাখার চেষ্টা আমি করব সাধ্যমত,
শর্ত তবে, হাতে যদি সময় থাকে তত।

অটোয়া শহর

অমর কুমার

আমাদের এই অটোয়া শহর
শীতের ক'মাস মৌন নিথর;
বরফের লেপ দিয়ে মুড়ি
ঘুমায় কষে যেন কুম্ভকর্ণ।
লতাপাতাহীন সারি সারি
গাছপালাসব ভূতের মতন
ঠাণ্ডাতে জরাজীর্ণ॥

এই আমাদের শান্ত শহর
বাসন্তী রোদের স্পর্শকাতর;
লিলি, টিউলিপ, ড্যাফোডিল এসে
আলসেমি ভাঙ্গায় মিষ্টি হেসে।
শাখায় শাখায়, ফুলে পাতায়
নতুন পরিবেশ,
বৃষ্টি এসে দেয় ধুয়ে তার
রুক্ষ মলিন বেশ॥

প্রিয় আমাদের এই যে শহর
গরমে কলমনদ্রে মুখর;

ঝিলমিল রোদ আকাশ ভরা
সবুজে সবুজে প্রাণ- ফোয়ারা।
হাসি উচ্ছল, খুশী চঞ্চল
নতুন দিগন্ত
নীল নীল আকাশ, অমলিন বাতাস
জীবন প্রাণবন্ত॥

আমাদের এই প্রাণের শহর
হেমন্ত আনে রঙের লহর;
কমলা, মেরুণ, হলুদ বরণ
আগুণ ছড়ায়, গাছের পাতায়
দিকে দিকে, বনে বনে
লাল গোলাপির মাঝে সবুজ
দোলা জাগায়, ভালোবাসায়
জনে জনে, মনে মনে॥

আমাদের এই ছোটটো শহর
হেমন্তে আনে রঙের লহর
কমলা, মেরুণ, হলুদ বরণ
আগুন ছড়ায় বনে বনে
লাল গোলাপির মাঝে সবুজ
দোলা জাগায় মনে মনে, সবার মনে॥

শপথ নিলাম
জীবনমুখী গান
গীতিকার: অরুণ শংকর রায়

জ্বলন্ত সূর্যকে সাক্ষী রেখে,
জীবন্ত রক্তের তিলক এঁকে,
শপথ নিলাম আজ শপথ নিলাম।
আমাদেরই ঘামে ভেজা সোনালী ধানে,
আমাদেরই কান্নায় জড়ানো ধানে,
আমাদেরই রক্তে ফলানো ধানে-
মুনাফাখোরেদের গোপন ঝোলা,
কালোবাজারীর সব গোপন গোলা,
শপথ নিলাম আজ শপথ নিলাম-
ভরব না, আমরা ভরব না।

জ্বলন্ত সূর্যকে সাক্ষী রেখে,
জীবন্ত রক্তের তিলক এঁকে,
শপথ নিলাম আজ শপথ নিলাম।
ঘুমন্ত ভগবানে ভরসা রেখে,
ক্ষুধার্ত শিশুদের উপোস রেখে,
মা আর বোনেদের কান্না দেখে,
ভাগ্যকে দোষ দিয়ে বোবা থেকে
শপথ নিলাম আজ শপথ নিলাম-
মরব না তিলে তিলে মরব না।

জ্বলন্ত সূর্যকে সাক্ষী রেখে,
জীবন্ত রক্তের তিলক এঁকে,
শপথ নিলাম আজ শপথ নিলাম।
আমরাও মানুষ, বলি গর্বভরে
মানুষের মত শুধু বাঁচার তরে,
অগ্নিসম্ভবা আজ রাঙা প্রভাতে,
রক্তনিশান ধরি শক্তহাতে।

শাসনের অজুহাতে শোষণের যন্ত্রে,
পোষনের পোষাকে পেষনের মন্ত্রে,
শপথ নিলাম আজ শপথ নিলাম-
হব না শিকার আর হব না শিকার।
জ্বলন্ত সূর্যকে একথা দিলাম।
জ্বলন্ত সূর্যকে সাক্ষী রেখে
জীবন্ত রক্তের তিলক এঁকে
শপথ নিলাম আজ শপথ নিলাম।

পূজার মানে

অমর ও মানসী কুমার

পূজো মানেই
আকাশনীলে সাদা মেঘের ভেলা –
মিঠে রোদে হিমের ছোঁয়া, কাশ আকন্দের মেলা।
পূজো মানেই
শিশির ভেজা শিউলি ফুলের ঝরা –
মৌমাছি আর প্রজাপতির ব্যস্ত ঘোরা ফেরা ।।
পূজো মানেই
নতুন পোষাক, নতুন গন্ধ, নতুন করে সাজা –
ছুটির দিনের আলসেমিতে আড্ডা মারার মজা।।
পূজো মানেই
কাঁসর ঘন্টা, ঢাকের আওয়াজ, পুরানো দিনের কথা -
আনন্দঝর্ণার মাঝে মাঝে হারানো মায়ের ব্যাথা ।।
পূজো মানেই
পেটপূজো আর মন্ডামিঠাই, রকমারি খাওয়া –
একটি বছর পরে আবার আনন্দরূপিণীর দেখা পাওয়া।।

শিকার

সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস

মধ্য গগনের তপ্ত তপন ক্রমশঃ পড়ল ঢলে,
আলোর ডালা গুটিয়ে নিয়ে অস্তে গেল সে চলে।
মেঘগুলো সব এগিয়ে এসে লুফে নিল কিছু আলো,
পাহাড়ের চূড়ায় আর গাছের মাথায় কিছু রয়ে গেল।
সোনালী রঙ এখনও ছড়িয়ে আছে এদিক ওদিক,
সাগরের নীলে সেই আলোর ঝিলমিল।

কুয়াশার মত ঘনিয়ে আসে অন্ধকার, আলোগ্রাসী অন্ধকার,
আসে ক্রুদ্ধ দানবের মত, আলোসব হুশিয়ার!
ভয়ে ত্রাসে বিমুঢ় সবাই, দানবের গ্রাস হতে
রক্ষা পাবার বৃথা চেষ্টা করে।
দানব হাত বাড়াল ওই পাহাড়ের চূড়ায়, পাহাড় হারিয়ে গেল।
গাছেরাও পড়ল তার কবলে, ডুব দিল অন্ধকারের গহ্বরে।
মেঘেরা সব হারাল তাদের আলো,
অন্ধকার হল আরও গাঢ়।
দূরে সাগরের জলে তখনও খেলা করে
সোনা সোনা কিছু আলো, সহ্য হল না তার!
সে আলোও কেড়ে নিল নিষ্ঠুর এই অন্ধকার।

হাওয়ায় হাওয়ায় তার ক্রুদ্ধ নিশ্বাস
হিমশীতল ভয়াবহ গ্রাস,
খুঁজে বেড়ায় কোথায় আলো।
দ্রুত বেগে ধেয়ে যায়, লুফে নেয় তার শিকার।
কোন এক জানালার ফাঁকে উঁকি দেয় এক প্রদীপের আলো,
দপ দপ করে সেও নিভে গেল।

আকাশের তারাগুলিও থরহরি কাঁপে,
সব আলো শেষ, নিষ্ঠুর এই দানবের দাপে।
অন্ধকার, ঘন অন্ধকার, রাশি রাশি অন্ধকার,
অসহায় আলোর থাকবার আর নাই কোন অধিকার।
শত সহস্র শতাব্দীর জমে ওঠা অন্ধকার,
আমার চেতনার আলোটুকু এখন তোমার শিকার।

A Winter Day

Aarushi Saha (Gr 3)

My Cat and Dog

Reeto Ghosh (Gr 2)

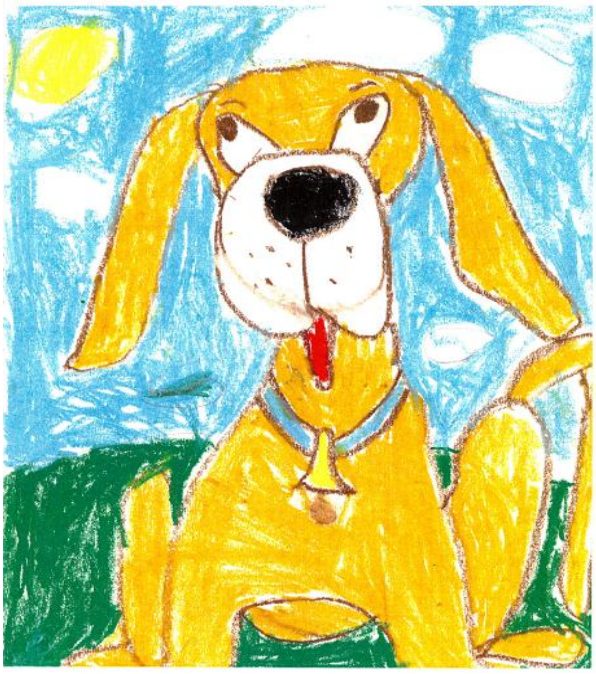

Jatra Theater

Rashmi Das

Powerful monologues, melodious song, vibrant dance, and an effective narration of story are all ingredients essential to the art form of Jatra. Jatra is a folk theater form that is specific to Bengali culture but appreciated by all. In particular, Jatra theatre is present in: West Bengal, Bihar, Assam, Orissa, Tripura and Bangladesh. The Jatra season typically begins in autumn nearly the same time as the Durga Puja Festival and ends before the monsoon months begin. The word Jatra is derived from the sanskrit word *Yatra* which means journey. Ever since Kolkata organized the first Jatra festival in 1961, the culture of Jatra has been proudly celebrated annually every year. The concept of Jatra is widely recognized in Bengali culture as being one of the most powerful and original forms of theater.

'Rukmini Haran' was the very first recorded Jatra performance. The performance was long and lasted through a whole night in 1507 AD. Rukmini Haran is about Krishna's life. Some believe Sri Chaityana is solely responsible for the coming into being of Jatra. When Jatra culture first began most content and themes presented in the performances were of a religious nature. However, throughout its evolution it has adjusted and conformed to social, political, religious and environmental issues of the present. This is the reason why Jatra theater has been vivacious for so long. This is also what marks the difference between urban theater and Jatra theater. Urban theater in its history disconnects with the current issues of society and loses audiences whereas Jatra theatre does the opposite and always connects with current social topics. The Jatra industry is larger than the film and urban theater industry with 300 companies and over 20,000 employees (2003 Statistics). In West Bengal alone, the Jatra industry is a 21 million dollar per year industry, with 4000 stages and 55 troupes based in Calcutta (2005 Statistics).

Performance is extremely important to depict the emotions that a Jatra performance tries to portray. When Jatra performances began they were quite simple; they were usually performed with little or no props, no lights, and the sets tended to be a very neutral space so it could adapt to any kind of scene. However, the development of sets, props and lighting did eventually make its way into Jatra theater by the end of the

nineteenth century, with the influence of Western theater. Jatra performances tend to be four hour long plays performed in the outdoors on open stages. Like Shakespearian theater, when Jatra began only men were allowed to perform. Post the nineteenth century, female actors were allowed to perform.

The musical component of Jatra theater is very important and single handedly sets the tone and mood for the entire performance. Music in Jatra theater is used to address an issue, end an act, or for scene transitions. Jatra music uses the following instruments: dholak, pakhawaj, harmonium, tabla, flute, cymbals, trumpets, violins, and clarinet. Jatra music, which is usually set to classical ragas, end up becoming well-known tunes.

Although Jatra theater has evolved, since its beginnings in the 16th century, different kinds of Jatra theater evolved at different times. Firstly, as mentioned above, Jatra theater focused on religion which is named Krishna Jatra. Then evolved Natun Jatra, when Jatra theater started becoming more secular. Jatra theater started depicting non-religious themes in an otherwise devout society. Jatra theater evolved further and looked at and incorporated current social and political awareness issues. It came to be known as Swadesi Jatra.

A Jatra theater performance will always have two basic elements: Vivek and Niyati. The vivek character can also be referred to as the ‘conscience’ of a character(s) in the story. Vivek can take the audience into the minds of the characters, advocating feeling of characters, discussing the characters’ actions, and even presenting different points of view in the story. Niyati is a character usually played by a female role which represents fate and generally warns the characters of the consequences of their actions. Both vivek and niyati are great methods of presenting and foreshadowing in Jatra theater and an excellent way for the theater to form a connection with the audience. Jatra theater performances also typically begin with a climactic opening scene. This is done to grab the audience’s attention through excitement, curiosity and thrill - all emotions that a climax brings to the performance.

In conclusion, Jatra theater is one of the most respected forms of art in India, specifically in Bengal, where people are familiar with many musical tunes, actors, and storylines from Jatras. The versatility of Jatra performances with music, acting and dance is what reaches out to so many audiences. The ability for Jatra performances to stay current and adapt to themes in the society is also what has held the audience’s attention for so many decades. In modern times, Jatra theater continues to be a thriving industry, proudly representing Bengali culture on a platform to public audiences.

Odissi Dance

Rohini Datta

I know most of you like to dance. I like it as well. I used to take Odissi dance lessons. The Odissi dance originates in the eastern part of India. Today I will write about how the Odissi dance is performed, the clothes that the dancers wear and why I liked to learn and perform Odissi dance.

The province of Orissa in the eastern part of India is famous for its temples. In the olden days little girls danced in front of the images of gods and goddesses in these temples. Sometimes the little boys danced as well. This is how the Odissi dance form developed. In modern India, the Odissi dance is performed in the auditoriums, in front of big audiences and in lots of Indian festivals. The Odissi dance is famous for the beautiful movements of the body, hands and feet. The movements of the dancers represent scenes from the Hindu mythology.

The Odissi dancers wear beautiful silk sarees, a traditional Indian attire, in rich colours. They wear silver jewellery and beautiful head dresses. They also wear make-up. The dancers tie a piece of string, attach with little bells, to their ankles. When the dancers move these little bells make rhythmic sounds.

Now I will tell you why I like Odissi dance. I started to learn Odissi dance when I was about five years old and I learnt it for three years. I've also performed on stage in front of audiences. When I had put on the dance costume, make-up and all those jewelleries I felt very grown-up. After all the hard practicing and rehearsals, I also liked wheneveryone clapped for me at the end of a performance.

I hope after reading this you will be able to visualize an Odissi dancer performing this beautiful dance. If you ever have a chance to see an Odissi dance performance I encourage you to see it. You will never forget the experience.

আমার দেখা NABC ২০১১

ঐশী ঘোষ

এই বছর আমি বাবা, মা আর ভাইয়ের সাথে North American Bengali Conference (NABC)-এ গেছিলাম। সবাই বলে বঙ্গ সম্মেলন। আমি জানতাম না বঙ্গ সম্মেলনে কি হয়। দেখলাম যে ওখানে অনেক বাংলা নাটক, গান ও movie হচ্ছে। এক সাথে অনেকগুলো hall-এ বাংলা show হয়। Hall এর নামগুলো খুব সুন্দর, যেমন স্ফুলিঙ্গ, সোনার তরী etc. আমার স্ফুলিঙ্গ নামটা খুব পছন্দ। বাবা বলেছে স্ফুলিঙ্গ মানে হল spark. আমার 'Missed Call' নাটকটা খুব ভালো লেগেছে। এই নাটকে সবাই খুব ভালো অভিনয় করেছে। Missed Call দেখে আমার খুব অবাক লাগলো যে মানুষ খুব popular হওয়ার জন্য pretend করে যে তারা অনেক phone call পাচ্ছে বন্ধুদের কাছ থেকে! আর আমার ভালো লেগে ছিল বাংলা poem recitation. আমার karate worhshop - এ join করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু করা হয়নি কারন বাবা-মা তখন বাংলা movie দেখতে যাবে। আমার ভাইয়ের ভালো লেগেছে ভূমি ব্যান্ডের গান। ওর খুব পছন্দ "তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই..." গানটা।

ওখানে অনেক বাংলা food ও ছিল, কিন্তু আমি lunch এ subway আর dinner-এ বাংলা খাবার খেয়েছি। আমরা NABC থেকে অনেক বাংলা বই কিনেছি আর ছবি তুলেছি। Overall, আমার বঙ্গ সম্মেলন খুব ভালো লেগেছে। এবার বঙ্গ সম্মেলন হয়েছিল Baltimore city-র convention center-এ। Convention center-টা খুব সুন্দর আর Baltimore- Inner Harbour এর খুব কাছে। আমার NABC-র star rating হল ★★★½ ☆।

The NEW ME

Anando Shankar Das (Rudro)

This year there's a new me,

I'm nothing like I used to be.

I will be, oh so neat,

No more acting like a freak.

I will be the teacher's pet,

Teachers will like me a lot I bet.

Pay attention in my class

Be the star student of my class.

Everybody would know my name,

Be invited in every game.

That would be, really nice,

I would be in paradise.

There is just one problem you see,

This person is NOT LIKE ME!!!

The Great Adventure

Raina Guha (Gr 2)

Every summer, my family goes for a family vacation at the cottage. This year, on the way, we stopped at Wendys. I got chicken strips. The cottage was near Bancroft at Gunter Lake. The side road was curvy and went up and down. The cottage name is Pantin. The cottage is a big house with large pine trees. The cottage has water on 3 sides. On one side is a dock for swimming. On the other side is a beach. On the beach, there was a fire pit, paddle boat, row boat and a canoe. In the kids' room, there was a bunk bed and a secret club house, which was a closet. The next day, we went to Bon Echo Provincial Park. We went for a boat ride. We got to play at the beach, swimming with Tully and Mitena. The water was cold. We had fruits and chips for snacks. When we came back to the cottage, we had BBQ for dinner. My daddy cooked it. For dinner, we had apple pie with butter scotch ice cream. The pecan pie was eaten by a chipmunk. The next day, we went boating. On the row boat, the kids took turn rowing. It was hard work. Fini, my dog, kept jumping out of the boat. Luckily, his leash was on and dad pulled him back into the boat. Baba let me steer the paddle boat. That was fun. We then had roasted marshmallows on the big fire pit. We then did some fireworks. I got to start one firework. On the last day, we went to the beach at Sandbanks. My dog had lots of fun because he went into the water.

Picnic

Aprateem Chatterjee (Gr 4)

Bunny and the Flower Garden

Mitena Dan (Gr 2)

The Hitchhiker

Sumitra Sen

Based on a short story from Darna Mana Hai, in the spirit of Halloween.

It was the dark of night as a car rumbled by on a dilapidated road. The sounds from within the forest were sinister, as if warning the car that drove on to leave the woods.

Inside the car was a man, driving on as thunder sounded somewhere far away. He kept driving soundlessly until he saw something ahead. Getting closer, he saw that it was a man holding out his hand – a hitchhiker.

The man slowed the car to a halt and opened the passenger side door. “What are you doing here? Get in.” he told the hitchhiker, letting him in. As the hitchhiker sat down and the other man started driving, they introduced themselves.

“My name is John,” said the hitchhiker. Now in the light, the driver saw that John looked very scruffy, with hints of white in his hair. The driver introduced himself as Dragaan. John looked at him in surprise.

“What?” asked Dragaan.

John shook his head. “Never have I heard the name Dragaan before,” said John.

A few minutes passed in silence, until John suddenly blurted, “I’m a ghost.”

“What?” asked Dragaan, raising his eyebrows.

“I’m a ghost.”

Dragaan stared at the empty road in disbelief. “Yes, and I’m the Queen of England,” he said after a moment’s silence and a rolling of his eyes.

John stared at Dragaan for a while, his eyes filled with deep sadness.

“My wife died a few days ago. I was at her grave before you came along,” said John.

Dragaan instantly felt bad. “I’m sorry to hear that,” he murmured sincerely.

John stared out the window. “I died too.”

Dragaan started laughing. “Ok…right, very funny John…”

John looked around at him, his face as serious as ever. “I’m not joking. There was an article in the paper mentioning a couple’s death in a fire. That couple was my wife and I.”

Dragaan shook his head and kept on driving with a fixed face. “All right then, since you are a ghost, how come you have a shadow?”

John closed his eyes. “Ghosts have shadows. What you say is a falsehood.”

Dragaan smirked. “What’s with this old style language?” When John didn’t answer, Dragaan laughed and continued with his questions. “So, I thought you can’t see a ghost’s reflections in a mirror…”he turned his rearview mirror towards John, “but I can see you clearly.”

“That is but another falsehood,” said John gravely.

Dragaan muttered under his breath, clearly getting bored of this joke.

“So, I thought ghosts –“

John interrupted him. “Don’t use the word *ghost*, please. It is very irritating. Please use the word…spirit.”

Dragaan frowned. “Well, sorry, Mr. Ghost. But this joke is getting very annoying. Now you want me to say *spirit*?”

John cleared his throat and looked out the window for some time. Dragaan kept on driving, until he realized he hadn’t asked where John needed to go.

“Where do you want to be dropped off?”

John blinked. “The next cemetery.”

Dragaan rolled his eyes. “Oh really? And why is that?”

John sighed wearily. “My friends and I shall reunite for a few hours.”

“Are they dead too?”

“Yes.”

“Right. And what are you going to do with your friends? Float around, scare little kids?”

John narrowed his eyes. “Spirits do not *float*.”

“So what do they do? Glide? Do you *sashay*?”

John was getting annoyed. “That is enough sir, I shall leave you now. Please stop the car.”

Dragaan clenched his jaws together. He angrily slowed the car and shut it off.

“Thank you for taking me this far anyways,” said John, bringing his hand forward to shake Dragaan’s hand. As he shook it, Dragaan felt a weird clenching between their hands, and withdrew his to see it covered in dark blood.

Dragaan yelped.“Ah! Oh my god! What is this? God, John! This isn’t funny!” he yelled, wiping his hand on his shirt. “Just, get out of my car! Just go, get out, go –,”

And then John burst into laughter. “Hey, hey, hey! Calm down there! I’m no ghost!”

Suddenly, Dragaan saw a van pulling up behind his car, filled with all sorts of camera equipment.

John chuckled. “Ha ha ha, got you, didn’t I? Calm down buddy, I’m the host of a show! We scare people and video everything and then show it on T.V. Look, look, see here,” John brought out the lapel of his coat and showed the still-shocked Dragaan a miniature camera clipped onto it.

John was still laughing hysterically. “Wow, you actually got scared! I scared you, didn’t I? You’re as white as a ghost!”

Suddenly Dragaan lowered his head. He grabbed John by the collar and shook him violently, his voice low.

“The word is *spirit*.”

The mood shifted. John’s laughter ceased and suddenly his body began to tremble as he realized the man in front of him was not as he seemed. The cold air began to nip at his skin, the hair at the back of his neck stood up and goosebumps covered his arms…the silence was deafening and terrifying all at once.

“N..no…”stuttered John, a petrified look on his face, “I…I don’t believe in gh…ghosts.”

But looking up, John saw that Dragaan’s eyes had turned completely black, that there was no shadow below him, and that in the rearview mirror, Dragaan’s face had disappeared.

Dragaan’s voice dropped and his strong fists clenched tighter around John’s neck, choking him.

“*Do you believe in ghosts now?*

Durga Pujo

Aishani Chakravarty

Baul Singer of Bengal

Arun S. Roy

Natural Beauty

Tanima Mazumder

Dancing Light

Arun S. Roy

Furry and Feathery

Tanima Mazumder

A Few Birds of Bengal

Yogadhish Das

Asian Pied Starling (GO-Shalik)

I recently visited family in West Bengal. Besides good food and sweets, I had the pleasure of watching and photographing quite a few types of birds. I have included seven of these here. These photographs were taken around homes of my relatives in my ancestral village (Shabaldaha, Murshidabad), in Kalyani in the district of Nadia and, believe it or not, in Kolkata. Along with English names I have given the Bengali names inside brackets. Interested readers can find more details about these birds in Ajay Home's *Banglar Pakhi*, Salim Ali's *The Book of Indian Birds* and on the web. I hope you enjoy the photos as much as I did making them.

Female Purple Sunbird (Durga ToonTooni)

Male Purple Sunbird (Durga ToonTooni)

Oriental Magpie Robin (Doyel)

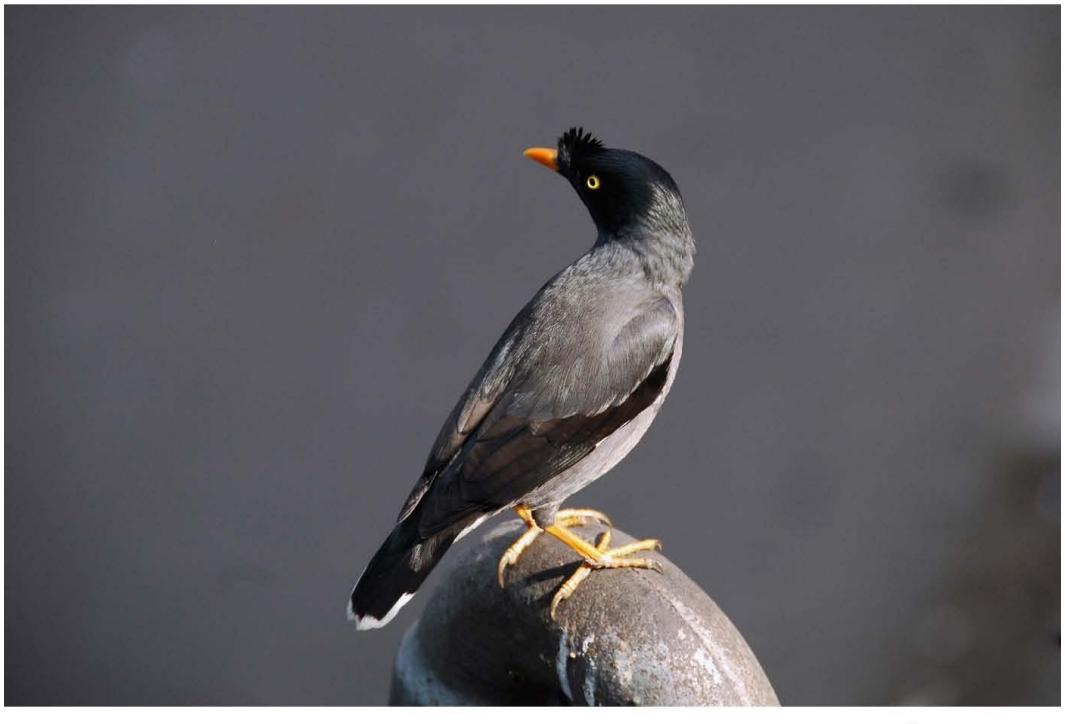

Jungle Myna (Jhunte Shalik)

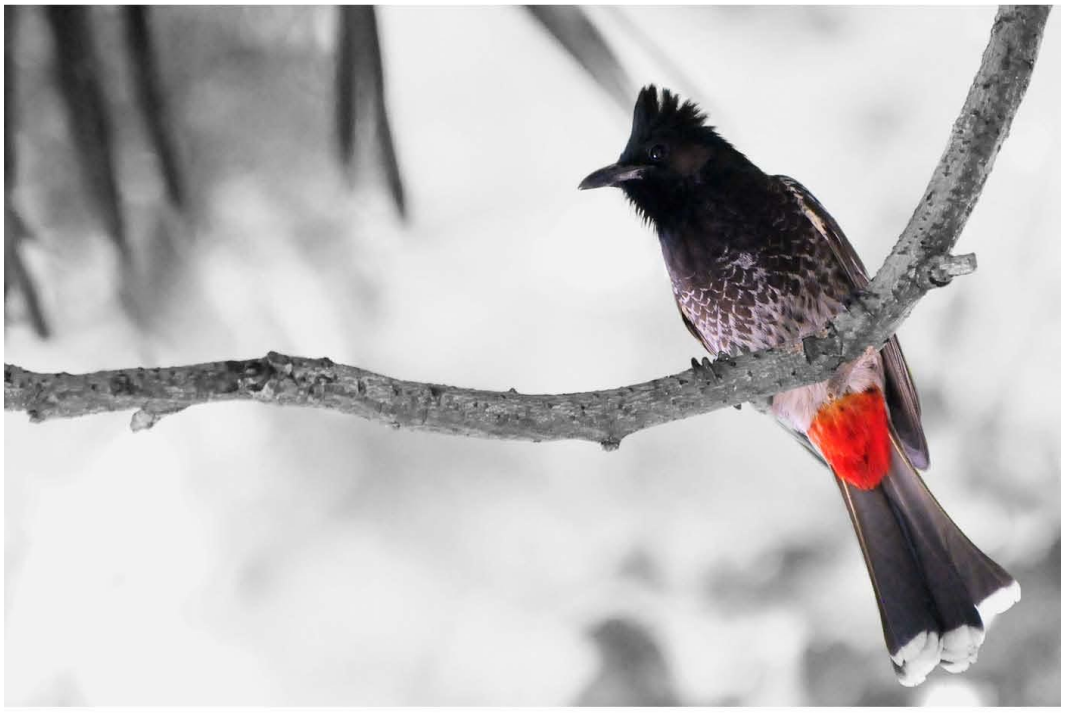

Red Vented Bulbul (Kalo Bulbuli)

Copper Smith Barbet (Basanto Bouri)

Pujo Special Mishti

Sharmistha Chatterjee

1) Chhanar Langcha

Ingredients
250 gms freshly made chhana
250 gms khoya
½ tsp Baking pwd
½ cup Self raising flour
Oil for frying
Syrup
10 cups sugar
12 cup water
Cardamon optional

Method
Make a sugar syrup till 1 thread consistency. Knead by hand or food processor freshly made chhana with khoya till soft. There should not be any lumps. Add baking pwd to flour and mix well.
Gradually add flour to the chhana and khoya mixture till it feels a little dry.
Make equal parts into balls and roll them on a smooth surface.
Heat the oil. Oil should not be overly hot.
Drop a ball of dough to check if it goes deep down. If it shows as dark brown right away then oil is overdone. Remove the oil from heat, and wait for the temp to come down, then put it back on stove again. Place another ball in oil. It should go down and come up without turning dark brown that's a hint that oil is just ready.
Place the langchas one by one and fry till they are golden brown. Put them on a paper towel to soak the extra oil and place them in lukewarm syrup.
Soak the lanchas overnight. Serve hot or cold.

2) Chandrapuli

Ingredients
250 gms chhana
200 gms freshly ground coconut only the white part
200 gms sugar
1 can condensed milk
Green cardamom optional

Method
Knead chhana, grated coconut and sugar in a food processor till the mixture is smooth.
Heat kadai just for a minute and pour the mixture and on low heat stir it for almost 40 minutes till the mixture is dry enough and not sticking to the pan. The sides should leave little oil.
Pour the mixture on a flat plate to cool down. Knead again in a food processor till its smooth.
Grease the chandrapuli mould and shape it like a half moon and serve.

Fun and Jokes – compiled from various sources

This is cute..it will make you smile for sure!

A SPANISH Teacher was explaining to her class that in Spanish, unlike English, nouns are designated as either masculine or feminine.

'House' for instance, is feminine: 'la casa.'
'Pencil,' however, is masculine: 'el lapiz.'

A student asked, 'What gender is 'computer'?'

Instead of giving the answer, the teacher split the class into two groups, male and female, and asked them to decide for themselves whether computer' should be a masculine or a feminine noun. Each group was asked to give four reasons for its recommendation.

The men's group decided that 'computer' should definitely be of the feminine gender ('la computadora'), because:

1. No one but their creator understands their internal logic;

2 The native language they use to communicate with other computers is incomprehensible to everyone else;

3. Even the smallest mistakes are stored in long term memory for possible later retrieval; and

4. As soon as you make a commitment to one, you find yourself spending half your paycheck on accessories for it.

The women's group, however, concluded that computers should be Masculine ('el computador'), because:

1. In order to do anything with them, you have to turn them on;

2. They have a lot of data but still can't think for themselves;

3. They are supposed to help you solve problems, but half the time they ARE the problem; and

4. As soon as you commit to one, you realize that if you had waited a little longer, you could have gotten a better model.

The women won.

Fun and Jokes – compiled from various sources

Grandma Still Drives -- PRICELESS

Grandma is eighty-eight years old and still drives her own car. She writes:

Dear Granddaughter,

The other day I went up to our local Christian book store and saw a 'Honk if you love Jesus' bumper sticker.

I was feeling particularly sassy that day because I had just come from a thrilling choir performance, followed by a thunderous prayer meeting.

So, I bought the sticker and put it on my bumper.

Boy, am I glad I did! What an uplifting experience followed.

I was stopped at a red light at a busy intersection, just lost in thought about the Lord and how good he is, and I didn't notice that the light had changed.

It is a good thing someone else loves Jesus because if he hadn't honked, I'd never have noticed.

I found that lots of people love Jesus!

While I was sitting there, the guy behind me started honking like crazy, and then he leaned out of his window and screamed, 'For the love of God!'

'Go! Go! Go! Jesus Christ, GO!'

What an exuberant cheerleader he was for Jesus!

Everyone started honking!

I just leaned out my window and started waving and smiling at all those loving people.

I even honked my horn a few times to share in the love!

There must have been a man from Florida back there because I heard him yelling

something about a sunny beach.

I saw another guy waving in a funny way with only his middle finger stuck up in the air.

I asked my young teenage grandson in the back seat what that meant.

He said it was probably a Hawaiian good luck sign or something.

Well, I have never met anyone from Hawaii, so I leaned out the window and gave him the good luck sign right back.

My grandson burst out laughing. Why, even he was enjoying this religious experience!

A couple of the people were so caught up in the joy of the moment that they got out of their cars and started walking towards me.

I bet they wanted to pray or ask what church I attended, but this is when I noticed the light had changed.

So, grinning, I waved at all my brothers and sisters, and drove on through the intersection.

I noticed that I was the only car that got through the intersection before the light changed again and felt kind of sad that I had to leave them after all the love we had shared.

So I slowed the car down, leaned out the window and gave them all the Hawaiian good luck sign one last time as I drove away. Praise the Lord for such wonderful folks!

Will write again soon.

Love, Grandma

****

SILK PAJAMAS

A man calls home to his wife and says, "Honey I have been asked to fly to Canada with my boss and several of his friends for fishing. We'll be gone for a long weekend. This is a good opportunity for me to get that promotion I've been wanting so could you please pack enough clothes for a 3 day weekend....and also get out my rod and tackle box from the attic? We're leaving at 4:30pm from the office and I will swing by the house to pick my things up." "Oh! And please pack my new navy blue silk pajamas."
The wife thinks this sounds a bit fishy, but, being the good wife, she does exactly what her husband asked.
Following the long weekend he came home a little tired, but, otherwise, looking good.
The wife welcomes him home and asks if he caught many fish?

He says, "Yes! Lots of Walleyes, some Bass, and a few Pike. But why didn't you pack my new blue silk pajamas like I asked you to do?
You'll love the answer...
*
*
*
The wife replies,"I did, they're in your tackle box".

President Obama and the Canadian PM are shown a time machine which can see 50 years into the future. They both decide to test it by asking a question each.

President Obama goes first: "What will the USA be like in 50 years' time?"

The machine whirls and beeps and goes into action and gives him a printout, he reads it out: "The country is in good hands under the new president, José Fernandez.... crime is non-existent, there is no conflict, the economy is healthy. Vice President Jin Tao has declared Chinese language mandatory in all USA schools. There are no worries."

The Canadian PM thinks, "It's not bad, this time machine, I'll have a bit of that" so he asks: "What will Canada be like in 50 years' time?"

The machine whirls and beeps and goes into action, and he gets a printout. But he just stares at it.

"Come on, Mr. Harper," says Obama, "Tell us what it says."

"I can't! It's all in Punjabi!"

NO MATTER HOW HARD YOU TRY, ABSOLUTELY NO ONE CAN TOP THIS

THE ORIGINAL SIN

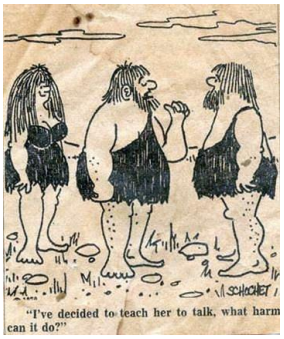

Fun and Jokes – compiled from various sources

From a Police Officer

It was the end of the day when I parked my police van in front of the station. As I gathered my equipment, my K-9 partner, Jake, was barking, and I saw a little boy staring in at me. 'Is that a dog you got back there?' he asked.
'It sure is,' I replied.
Puzzled, the boy looked at me and then to the back of the van. Finally he said, 'What'd he do?'

Mother and Daughter

A woman was trying hard to get the ketchup out of the jar. During her struggle the phone rang so she asked her 4-year-old daughter to answer the phone. 'Mommy can't come to the phone to talk to you right now. She's hitting the bottle.'

DRESS-UP

A little girl was watching her parents dress for a party. When she saw her dad donning his tuxedo, she warned, 'Daddy, you shouldn't wear that suit.'
'And why not, darling?'
'You know that it always gives you a headache the next morning.'

BIBLE

A little boy opened the family Bible. He was fascinated as he fingered the old pages. Suddenly, something fell out of the Bible. He picked up the object and looked at it. It was an old leaf that had been pressed in between the pages. 'Mama, look what I found,' the boy called out.
'What have you got there, dear?'
Astonished the young boy answered, 'I think it's Adam's underwear!'

A Day in Fall

Oishee Ghosh (Gr 5)